পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 340 Tuesday, 4 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৩০ সংখ্যা ✱ ১৭ কার্তিক ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এসআইআর মিছিলে শামিল হওয়ার বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ এসআইআর নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে মঙ্গলে পথে নামবে রাজ্যের শাসকদল। মিছিলে পা মেলাবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সোমবার নিজের বাঁধা গানে রাজ্যবাসীকে এসআইআর মিছিলে শামিল হওয়ার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝিয়ে দিলেন জোট বেঁধেই লড়তে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। এই পদক্ষেপ নিয়ে বরাবর বিরোধিতা করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল

কংগ্রেস। তাদের আশঙ্কা, এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যেতে পারে। এটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের। এবিষয়ে জনতাকে সতর্ক করার পাশাপাশি আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করছে তৃণমূল। শুক্রবার বিএলএ-দের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠক করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। একমাস ধরে ৬২০০টি হেল্পডেস্ক চলবে। এসআইআরের ফর্ম পূরণ বা অন্য কোনও সমস্যা হলে হেল্পডেস্ক থেকে সাহায্য করা হবে। আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই দিন অর্থাৎ ৪ তারিখই পথে নেমে বিজেপির 'ষড়যন্ত্রের' বিরোধিতায় সরব হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর দেড়টায় ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হবে মিছিল। যাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত। পা মেলাবেন দলীয় সাংসদ, কাউন্সিলররা। মিছিল শেষে ফের জনতার উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বার্তা দিতে পারেন মমতা-অভিষেক। তার আগে সোমবার বিকেলে এক্স হ্যান্ডেলে নিজের লেখা ও সুর করা গান পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী। গানটি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। গানের মূল বক্তব্য, 'জোট বাঁধো।'

'কেউ বিজেপির সিএএ ক্যাম্পে যাবেন না', আর্জি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ এসআইআর এবং সিএএ-র নাম করে কেন্দ্র এবং কমিশন যা করছে তাতে বিজেপির ঘরেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার একজন যোগ্য ভোটারের নামও বাদ গেলে দিল্লিতে আন্দোলন নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি ফের দিয়ে অভিষেক বলেন, ''রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যাঁরা দেশে জন্মায়নি তাঁরা ভোটাধিকারের সুযোগ পাবে না অর্থাৎ যাঁরা ওপার বাংলায় জন্মগ্রহণের পর এপারে এসেছেন তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জেরে বিজেপির ঘরেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। যে কারণে বিজেপির মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই তো প্রশ্ন তুলছে, শান্তনু ঠাকুর-সুব্রত ঠাকুরকে কনভিন্স করতে পারছে না, ওরা সাধারণ মানুষকে কি করে সন্তুষ্ট করবে?'' অভিষেক এও বলেন, ''এদের ফাঁদে কেউ পা দেবেন না, যদি কেউ এদের সিএএ ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করেন, তাহলে

আপনাদের অবস্থা আসামের ১২ লক্ষ হিন্দু মানুষের মতো হবে। সবাইকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।'' আগামীকাল থেকেই কমিশনের নিযুক্ত বুথ লেবেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি যাবেন। তবে সেই শুরুর আগে অভিষেক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি সোনালি খাতুনের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে টানেন, ''বাংলাদেশি সন্দেহে তাকে ওপার বাংলায় পাঠানো হয়েছিল। অথচ তার বাবা-মায়ের নাম আছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। আদালতের নির্দেশের পরও ফেরানোর কাজ হয়নি। আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বাংলায় ছয়জন মারা গেছেন।'' অভিষেক সতর্ক করে বলেন, ''এসআইআরে নাম না থাকা মানেই সিএএ-র মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্ত হবে-বিজেপির প্রচার। কিন্তু আসামের উদাহরণ দেখলে বোঝা যায়, যাঁরা নাম লিখেছে, তাঁদের নাগরিকত্ব গিয়েছে। তাই কানে না শুনে চোখে দেখুন, এরাজ্যেও একই চক্রান্ত হচ্ছে।'' এদিন বিএলওদের নিরাপত্তা নিয়েও অভিষেক আশ্বাস দিয়েছেন, ''যদি কোথাও কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হয়, তারা কমিশন ও জেলা প্রশাসনকে জানাতে পারবেন। বিজেপি যতই ষড়যন্ত্র বা ভীতি তৈরির চেষ্টা করুক, তৃণমূল থাকতে বাংলার একজনও যোগ্য ভোটারকে তারা তাড়াতে পারবে না।'' এইদিন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভন-বৈশাখীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক জানান, তাঁরা তৃণমূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন। এসআইআরের নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগামিকাল কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। দূরের জেলা থেকে লোকজনকে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া থেকে মানুষ আসবেন, সঙ্গে থাকবে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ড।

প্রদীপ করের মৃত্যুতে মিছিল করতে বিজেপিকে অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার সোদপুর থেকে আগরপাড়া তেঁতুল তলা বাস স্টপ পর্যন্ত বিজেপিকে শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দেদর এজলাসে মামলার শুনানি ছিল। এই মিছিলে আপত্তি ছিল রাজ্যের, অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তাতেই আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। এদিন বিচারপতি রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে দেন। তবে বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছে আদালত। বিকাল ৩টে থেকে সন্ধে ৫টা পর্যন্ত মিছিল করতে পারবে বিজেপি। মিছিল শেষে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে পারবেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১০০০ লোক নিয়ে মিছিল করা যাবে। আয়োজকদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা না হয়। পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে হবে পুলিশকে। প্রদীপ করের মৃত্যু আর এনআরসি আতঙ্ক! এতে ইতিমধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে শাসকদল। তৃণমূলের এসআইআর ঘোষণার পরই এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন প্রদীপ কর। পুলিশের দাবি, দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়ায় নোটেও সেরকমই লেখা। যদিও সেই নোটের হাতের লেখা নিয়ে হাজারও সংশয় রয়েছে, নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক টিম। পরিবারের তরফ থেকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ারও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এসবের উর্ধ্বে প্রথম থেকেই বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছিল, এটা ফলস কেস। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেখানে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে প্রদীপ করের, তবে তিনি কেন আত্মঘাতী হবেন। এদিকে দিলীপ ঘোষ এই ঘটনায় খুনের তত্ত্বও খাড়া করেছেন। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার সোদপুর থেকে আগরপাড়া পর্যন্ত মিছিল করবে বিজেপি।

আফগান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিকদের জেলমুক্তির দাবিতে হাইকোর্টে মামলার আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ভারতের জেলে আটকে রাখা হচ্ছে। তাদের অবিলম্বে মুক্ত করা হোক। এমন দাবি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান ও মুসলিম বাদে অন্যান্য ধর্মের মানুষকে আটক করা যাবে না ভারতে। তারপরও বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত বাংলায় বাংলাদেশি হিন্দুদের আটক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ২০২৫-এর ১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত ওই দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। সোমবার সেই বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আর্জি জানানো হয়েছে যাতে জেলে বন্দি করে রাখা ওই বাংলাদেশি বা পাকিস্তানিদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানিয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। এরপর মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী শুক্রবার ওই মামলার শুনানির কথা আছে। আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের ওই অর্ডার অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা হিন্দু, খ্রিস্টান, পার্শি, জৈন সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে কোনও কাগজ থাকুক না থাকুক, মেয়াদ ফুরনো ভিসা থাকুক, পাসপোর্ট থাকুক না থাকুক তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বিশেষত অত্যাচারিত হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় কেন্দ্রের তরফে। 'ফরেনার্স অ্যাক্টে' বা 'পাসপোর্ট অ্যাক্টে' কোনও মামলা করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। আইনজীবীর দাবি, এই বিজ্ঞপ্তি থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে জেলে রাখা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ডিজি কারেকশনাল হোম, জাতীয় মাববাধিকার কমিশন, রাজ্যের আইন দফতর ও কেন্দ্রের আইন মন্ত্রককেও এই বিষয়ে চিঠি দিয়ে বিষয়টি বলা হয়েছিল। কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি তরুণজ্যোতি তিওয়ারির। সেই কারণেই এই মামলা করা হয়েছে।

২ বছর কোনও বেতন পাননি এই শিক্ষকরা, নামলেন রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ ২১ মাস ধরে বেতনহীন! বঞ্চনার শিকার কম্পিউটার শিক্ষকরা। স্থায়ীকরণের দাবিতে আগেই সরব হয়েছিলেন তাঁরা। তবে স্থায়ীকরণ তো দূরের কথা, মাসে মাসে বেতনও পাচ্ছেন না তাঁরা। তাই এবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন সেই শিক্ষকরা। রাজ্য সরকারর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা। সোমবার করুণাময়ী থেকে মিছিল করে মাদ্রাসা বোর্ডের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে। এই বিক্ষোভকারীরা হলেন আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষক। ২০১৮ সালের ১৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের ১৬৯টি সিনিয়র হাই মাদ্রাসায় 'ওয়েবল'-এর মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ওই

নিয়োগ করা হয়। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে পাঁচ হাজারের বেশি স্কুলে আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ করা হয়। সেগুলি সবই হাইস্কুল। কিন্তু মাদ্রাসায় কর্মরত আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকদের এখনও পর্যন্ত স্থায়ী করা হয়নি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থাকা ওই হাই মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসায় কর্মরত আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকদের টানা ২১ মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। অথচ রাজ্যের স্কুলগুলোতে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত কম্পিউটার শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। কেন তাঁরা ২১ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না, সেই দাবি তুলে মাদ্রাসা বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকরা। আব্দুল্লাহ সোহেল মামুন নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, ''হাইস্কুলে স্থায়ী কম্পিউটার শিক্ষকদের স্থায়ী করে দেওয়া হল অথচ মাদ্রাসায় ২ বছর বেতনই দেওয়া হয়নি। ফাইল এখান থেকে ওখানে ঘোরাচ্ছে। রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।''

সাতসকালে কলকাতায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, গুলিবিদ্ধ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ সাতসকালে শহরে চলল গুলি। তীব্র চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। ঘটনা হরিদেবপুর সংলগ্ন এলাকার। দুষ্কৃতীদের নিশানায় এক মহিলা। কিন্তু কেন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল? সেই নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট ধন্দ। হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত ১২৩ নং কালীপদ মুখোপাধ্যায় রোড। সোমবার সকালে সেখানে একটি ক্লাবের কাছে চলল গুলি। হামলার মুখে পড়েন এক মহিলা। নাম মৌসুমী হালদার, বয়স ৩৭। কিন্তু এত সকালে রাস্তায় কী করছিলেন তিনি? মর্ণিং ওয়াক নাকি অন্য কোনও কাজে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা? সেই তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬টার সময় বাইকে চেপে ওই এলাকায় ঢুকে পড়েন দুই দুষ্কৃতী। এরপরই ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তাঁরা। গুরুতর জখম হন ওই

মহিলা। পিঠে গুলি লাগে তাঁর। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা? তদন্তে নেমেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন দুষ্কৃতীরা। বদলা নিতেই চালিয়েছে গুলি। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে তাঁরা বন্দুক নাকি এয়ার গান ব্যবহার হয়েছিল, তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় বাবলু নামে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পরিবারের অভিযোগ, এই বাবলু ওই আক্রান্ত মহিলাকে বহু বছর ধরেই বিরক্ত করতেন। এদিন এক স্থানীয় বলেন, ''আমাদের পাড়ায় যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, তা কখনওই ভাবতে পারিনি। সকাল বেলা বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছিলেন। ওর ছেলে এসে উদ্ধার করেছে। পিঠে গুলি লেগেছে।''

দিল্লির অধিকাংশ দূষণ মাপক কেন্দ্র বিকল

অভিযোগের রিপোর্ট তলব করল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ দিল্লির দূষণ নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের ধমক। দেওয়ালির রাত থেকে রাজধানীর বায়ুদূষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সোমবার শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, দিল্লি ও এনসিআর এলাকার বায়ুদূষণ পরিমাপক স্টেশন ও নজরদারি ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই এখন কাজ করে না। রাজধানীর দূষণ নিয়ে আদালত বান্ধব অপরাজিতা সিং এদিন প্রশ্ন তুলে জানতে চান, যেখানে দূষণ সংক্রান্ত ডেটাই মিলছে না, সেখানে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। আদালত বান্ধব বলেন, দূষণের স্তর বাড়তে থাকায় কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। বিপদের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে ওদের কাজে নামা জরুরি। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, দিল্লির বেশ কিছু দূষণের মান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কৌঁসুলি বলেন, দেওয়ালির দিন ৩৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি সচল ছিল। বিভিন্ন সংবাদ বলছে, মনিটরিং স্টেশনগুলি বিকল হয়ে রয়েছে। যদি কেন্দ্রগুলিই কাজ না করে, তাহলে কী করে গ্র্যাপ কাজ করবে, তা বুঝতে পারছি না। ওদেরই বলা উচিত বর্তমান পরিস্থিতি কী, প্রশ্ন তোলেন অপরাজিতা সিং। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই সিএকিউএম এবং সিপিসিবি-কে বায়ুদূষণ নিয়ে কী কী পদক্ষেপ হয়েছে তা জানতে চান। দিল্লির পরিস্থিতি যাতে আরও ভয়ানক না হয়ে ওঠে, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এদিন দিল্লির বায়ুদূষণের সূচক অতি খারাপ স্তরে ছিল। সোমবার সকালে দিল্লির বায়ুদূষণের সূচক ছিল ৩১৬। ২৮টি মনিটরিং স্টেশনেই দূষণের মাত্রা খুব খারাপ স্তরে ছিল।

মমতা-অভিষেককে শুভেন্দুর খোঁচা

'বিরোধিতায় কোনও লাভ হয়নি, এখন এসআইআর গিলে ফেলেছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘোষণার অনেক আগে থেকেই বিরোধিতায় সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, বাংলায় তাঁরা এসআইআর করতে দেবেন না। স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরোধিতা করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু ইসিআই সেসবে পাত্তা না দিয়েই বাংলার জন্য এসআইআরের ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি জেতে শুরু করবেন বিএলও-রাও। এই ইস্যুতে মমতা-অভিষেককে খোঁচা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, ''প্রথম থেকে এসআইআরের বিরোধিতা করে এসে এখন তাঁরা এটি গিলে ফেলেছেন! এখন যখন নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে এবং তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, তখন অন্য কথা বলছেন এঁরা।'' শুভেন্দুর কথায়, ''মমতা বলছিলেন এসআইআর হতে দেব না। রুখে দাঁড়াব। এখন বলছেন, বিএলও-দের ওপর নজর রাখতে হবে। বিএলএ-২ দিতে হবে। অর্থাৎ গিলে ফেলেছে এসআইআর।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, ''উনি আরও বড় বড় কথা বলেছিলেন। হতে দেব না, রক্তগঙ্গা বইবে দেব। আর এখন তিনি বলছেন এসআইআরে নজরদারি করতে। প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে তাহলে দিল্লি যাবেন। আন্দোলন করবেন।'' বিরোধী দলনেতা অভিযোগের সুর তুলে মনে করান, এর আগে ১০০ দিনের কাজের টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা চুরি করে তৃণমূল ১০ লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লি যাওয়ার কথা বলেছিল। গেছিল ৩ হাজার লোক গেছিল। তবে সেখানেও দিল্লি পুলিশ জুতো খুলিয়ে ছুটিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল দিল্লি যেতেই পারে তবে জুতো কলকাতায় রেখে যেতে হবে। নাহলে ওখানে হাতে নেওয়ারও সুযোগ পাবে না। কারণ দিল্লি পুলিশের লাঠির মাপ ৬ ফুট! তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে আসছে যে - এসআইআর করার উদ্দেশ্য হল এনআরসি করা। কিন্তু বিজেপি এই দাবি মানতে রাজি নয়। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু মনে করান রাজ্যে নানা জায়গা মূর্তি ভাঙার ঘটনার কথা। তাঁর বক্তব্য, কারা এই কাজ করতে পারে আর কারা পারে না, সেটা সকলের কাছে পরিষ্কার। আর যারা করতে পারে তারা আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং তারাও জানে পুলিশ তাদের চুলও স্পর্শ করবে না। এসআইআর হলে এই লোকগুলিই বাদ যাবে তাই ভয় পাচ্ছে তৃণমূল।

প্রায় আড়াই বছর পর স্থায়ী উপাচার্য পেল যাদবপুর, দায়িত্ব নিলেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ প্রায় আড়াই বছর পর অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ২০২৩ সালের মে মাসে অবসর নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্থায়ী উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। তারপর থেকেই টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিল এই খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ইস্যু এবং শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা- সব মিলিয়ে বিগত কয়েক মাস ধরে নানা বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল যাদবপুর। নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম লক্ষ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং পঠনপাঠনের মান উন্নয়ন করা। তিনি বলেন, ''বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা দরকার। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ডিসেম্বরে

সমাবর্তন আয়োজনেরও চেষ্টা করছি।'' এছাড়াও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়েও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য তহবিল মঞ্জুর করেছে। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, শুধু ক্যামেরা নয়, নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নতুন উপাচার্যের কথায়, ''যাদবপুর শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এটি বাংলার গর্ব। এখানে শিক্ষার পরিবেশ যেন আরও নিরাপদ ও গুণগতমানসম্পন্ন হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।'' তাঁর এই বক্তব্যে নতুন করে আশাবাদী শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। বহুদিন পর স্থায়ী উপাচার্য পেয়ে তাঁরা আশা করছেন, যাদবপুর আবারও তার আগের সুনাম ও স্থিতিশীলতা ফিরে পাবে। গত মাসেই যাদবপুর-সহ রাজ্যের ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দীর্ঘ টালবাহানার পর রাজ্যের প্রস্তাবিত ছ'টি নামের সিলমোহর দিয়েছিলেনন আচার্য, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই ছ'জনের সঙ্গে রাজভবনে বৈঠকও করেন রাজ্যপাল। তার পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয় আশুতোষ ঘোষের। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আশিস ভট্টাচার্য, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চন্দ্রদীপা ঘোষ, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবু তালেব খানের নামও ঘোষণা করেন তিনি।

মেয়েরা যেভাবে ভারতকে গর্বিত করেছে তার আমি প্রশংসা করিঃরাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর ঃ ২০২৫ সালের আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রতিটি সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন! এক্সবার্তায় এই প্রতিক্রিয়া জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি লিখেছেন, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা প্রথমবারের মতো এটি জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। তাঁরা ভালো খেলছেন এবং তাঁদের প্রতিভা এবং পারফরম্যান্সের সাথে মানানসই ফলাফল পেয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি মহিলা ক্রিকেটকে আরও উচ্চ মানে নিয়ে যাবে। মেয়েরা যেভাবে ভারতকে গর্বিত করেছে তার আমি প্রশংসা করি।

আরজেডি ও কংগ্রেসের জন্য বিহারের জনগণকে বহু বছর কষ্ট ভোগ করতে হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

সহর্ষা, ৩ নভেম্বর ঃ আরজেডি ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিহারের সহর্ষায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আরজেডি এবং কংগ্রেসের প্রতিশোধের রাজনীতির কারণে বিহারের জনগণকে বছরের পর বছর ধরে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তাদের অভিধান সন্ত্রাস, নিষ্ঠুরতা, তিক্ততা, খারাপ আচরণ, খারাপ শাসন, এবং দুর্নীতি এর মতো শব্দে ভরা। জঙ্গল রাজের স্কুলে তারা এই সবই শিখেছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আরজেডি এবং কংগ্রেসের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির কারণে বিহারের জনগণ বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন কোশি-মিথিলা অঞ্চলের একটি বড় অংশের মানুষকে নদী পার হতে ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হত। এখন এই যাত্রা ৩০ কিলোমিটারেরও কম হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আরজেডি হোক বা কংগ্রেস, উন্নয়নের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এনডিএ উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত, আর আরজেডি-কংগ্রেস জোট ধ্বংসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

সোমবার দেশীয় বাজারে সামান্য কমলো সোনা রুপোর দর

মুম্বই, ৩ নভেম্বর ঃ দেশীয় বাজারে সোমবার সামান্য কমলো সোনা ও রুপোর দর। সোমবার দিল্লিতে কেজি প্রতি রুপোর দাম ১,৫১,৯০০ লক্ষ টাকা।এদিকে, সোমবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,১৪০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৮৯০ লক্ষ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৯৯০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭৪০ লক্ষ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,০৪০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭৯০ লক্ষ টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৯৯০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭৪০ লক্ষ টাকা। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম লক্ষ ১,২২,৯৯০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭৪০ লক্ষ টাকা। লখনউয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,১৪০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৮৯০ লক্ষ টাকা। পাটনায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,০৪০ লক্ষ টাকা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সর্বজনীন মঙ্গলের বার্তা - ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা হিসেবে মানবতার দিশা দেখালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

দেহরাদূন, ৩ নভেম্বরঃসর্বজনীন মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণসত্তা- এমনই গভীর বার্তা শোনালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি যে ভাষণ দেন, তা যেন শুধু এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নয়, গোটা জাতির উদ্দেশ্যে এক দর্শনসমৃদ্ধ আহ্বান। রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে উঠে আসে ভারতের চিরন্তন মূল্যবোধ, সেই মানবতাবাদী ঐতিহ্য যা যুগে যুগে এই দেশকে দিয়েছে অনন্য পরিচয়।পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালযের প্রাঙ্গণ সেদিন যেন ভরে উঠেছিল এক আধ্যাত্মিক আবহে। পবিত্র গঙ্গার তীরে, হিমালয়ের পাদদেশে, যোগ ও আয়ুর্বেদের কেন্দ্রবিন্দু হরিদ্বারে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের মহান ব্যক্তিত্বরা মানব সংস্কৃতির বিকাশে অমূল্য অবদান রেখেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি যোগব্যায়ামের মাধ্যমে মনকে, ব্যাকরণের মাধ্যমে বাকশক্তিকে এবং আয়ুর্বেদের মাধ্যমে শরীরকে শুচি করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির এই উক্তি যেন ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল- আত্মশুদ্ধিই মানবকল্যাণের পথ।ভ্ভরাষ্ট্রপতি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় আজ সেই মহর্ষি পতঞ্জলির মহান ঐতিহ্যকে সমাজের কাছে সহজলভ্য করে তুলছে। এই প্রতিষ্ঠান যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার শিক্ষা ও গবেষণাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা এক প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা, বলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর মতে, এই প্রচেষ্টা শুধু একটি শিক্ষা প্রকল্প নয়, এটি এক জীবনদর্শনের পুনর্জাগরণ- এক সুস্থ ও সমন্বিত ভারত গঠনের উদ্যোগ।রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছে যে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানই মানবতার ভবিষ্যতের ভিত্তি। পরিবেশ রক্ষা করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া শুধু আধুনিক চিন্তা নয, এটি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের মূলমন্ত্র, বলেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্যে যেন প্রতিধ্বনিত হয় উপনিষদের সেই চিরন্তন বাণী- মাতৃভূমি পৃথিবী মাতা, পুত্রোহম্ প্রত্যহম্।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সর্বজনীন কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই কল্যাণ শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি সমাজ, প্রকৃতি ও মানবজাতির সার্বিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে একতা ও অন্তর্ভুক্তির মন্ত্র- সবাইয়ের মঙ্গল কামনা করা, সবার সঙ্গে এগিয়ে চলা, এটাই ভারতীয়তার প্রকৃত চেতনা।পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যোগগুরু বাবা রামদেব ও আচার্য বালকৃষ্ণও এদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকেরা রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। অনেকেই বলেন, রাষ্ট্রপতির এই বার্তা শুধু শিক্ষার জন্য নয়, জীবনদর্শনের দিকনির্দেশনা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি মুর্মু যোগ ও আয়ুর্বেদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই প্রাচীন বিদ্যাগুলি শুধু শরীর বা মনের চর্চা নয়, এগুলি মানুষের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। যোগ মানুষকে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, আয়ুর্বেদ শেখায় প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য। এই দুই মিলেই গঠিত হয় সুস্থ সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি। তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি- আধুনিক জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফিরে যেতে হবে প্রাচীন জ্ঞানের আশ্রয়ে, যেখানে মন, শরীর ও আত্মা একসূত্রে গাঁথা।তিনি আরও বলেন, আজ যখন পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তন, মানসিক উদ্বেগ ও ভোগবাদী প্রতিযোগিতার চাপে জর্জরিত, তখন ভারতীয় সংস্কৃতির ‘ মঙ্গল’ ধারণাই হতে পারে সমাধানের পথ। তাঁর মতে, ভারতের দর্শন কখনও বিভাজনের নয়, সর্বদা ঐক্যের। এই ঐক্যই ভারতীয় সমাজকে যুগে যুগে দৃঢ় করেছে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানান এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে। তিনি বলেন, শিক্ষা মানে শুধু কর্মজীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা মানে চরিত্র গঠন, মূল্যবোধের চর্চা এবং আত্মসচেতনতা। পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা ভারতের সেই প্রাচীন জ্ঞানের ধারক, যার মাধ্যমে বিশ্বকে দেওয়া যেতে পারে প্রকৃত শান্তি ও সুস্থতার বার্তা।অনুষ্ঠানে যোগগুরু বাবা রামদেব রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে ‘ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি মহাশয়ার এই কথা আমাদের মনে করিয়ে দিল, ভারত শুধু প্রযুক্তি বা অর্থনীতিতে নয়, চিন্তায়ও বিশ্বগুরু হতে পারে।হরিদ্বারের আকাশে ভেসে বেড়ায় সংস্কৃত শ্লোক- লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে যেন এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি শোনা গেল- সবাই সুখী হোক, সবাই শান্তিতে থাকুক, এই কামনাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যের মর্মার্থ একটাই- আধুনিকতা ও প্রাচীনতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠুক এমন এক ভারত, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। যেখানে শিক্ষা হবে আত্মোন্নয়নের হাতিয়ার, আর সংস্কৃতি হবে মঙ্গলময় জীবনের পথপ্রদর্শক।এ যেন কেবল এক রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নয়, একযুগের বার্তা- ভারত তার আদি আত্মাকে ভুলে না গিয়ে, সেই চেতনায় আগামীর পথ নির্মাণ করুক। কারণ, সর্বজনীন মঙ্গলই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, এবং সেই পথেই রয়েছে মানবতার ভবিষ্যৎ।

দেশে অপরিবর্তিত রইল পেট্রোল-ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃসোমবারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দেশের সাধারণ মানুষ। টানা কয়েকদিন ধরে তেলের দামের ওঠানামার মধ্যে এদিন দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরো মূল্যে কোনও পরিবর্তন হয়নি। কেন্দ্রীয় তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর নির্ভর করেই দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারিত হয়। তাই বৈদেশিক বাজারে স্থিতিশীলতা থাকায় সোমবার দেশীয় বাজারেও দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।তেল সংস্থাগুলির দৈনন্দিন মূল্য সংশোধন নীতি অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ৬টায় নতুন দামের ঘোষণা করা হয়। তবে রবিবার রাতে বাজারে তেলের দামে কোনও বড়সড় পরিবর্তন না হওয়ায় সোমবারও আগের হারেই পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি হচ্ছে।দেশের চারটি মহানগরে সোমবারের তেলদর ছিল নিম্নরূপ- কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। দিল্লিতে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার ৯৪.৭৭ টাকায়, ডিজেলের দাম ৮৯.৯৭ টাকা। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.৫০ টাকা এবং ডিজেল ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এখন তুলনামূলকভাবে সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা চাপ সৃষ্টি করলেও, অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা এবং চাহিদা হ্রাসের ফলে তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি আপাতত নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে ভারতীয় বাজারেও বড়সড় মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই।তবে এও সত্য, গত এক বছরে দেশীয় বাজারে খুচরো জ্বালানির দাম তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলালে তার প্রভাব দ্রুত পাতে পারে। বিশেষ করে, ওপেক প্লাস দেশগুলির উৎপাদন নীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুত তেলের পরিমাণের উপর আগামী মাসগুলিতে অনেক কিছু নির্ভর করছে।তেল সংস্থাগুলি জানাচ্ছে, পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজার ছাড়াও নির্ভর করতে হয় ডলার-রুপির বিনিময় হারের ওপর। রুপির মূল্য যদি ডলারের তুলনায় কমে যায়, তাহলে পরবর্তী সময় দেশে তেলের দাম বা।ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেই কারণে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আপাতত দাম স্থিতিশীল থাকলেও ভবিষ্যতের বাজার অনিশ্চিত। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মে মাসে কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সময় থেকে খুচরো দামে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, রাজ্যভেদে ভ্যাটের হারের কারণে প্রতিটি রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, মুম্বই ও কলকাতায় এখনও দাম তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ রাজ্য করের হার সেখানকার অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি।বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, চলতি নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক

বিহারে ক্ষমতায় ফিরবে মহাজোট, আত্মবিশ্বাসী রাহুল গান্ধী - মোদীকে তীব্র কটাক্ষ, প্রতিশ্রুতি নালন্দার আদলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার

বেগুসরাই, ৩ নভেম্বরঃবিহারের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্য। রবিবার বেগুসরাইয়ের জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই নির্বাচনে মহাজোটই বিহারে ক্ষমতায় আসবে। তাঁর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, ভাষায় তীব্র রাজনৈতিক বার্তা- একদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ, অন্যদিকে শিক্ষার উন্নতির প্রতিশ্রুতি। রাহুলের এই বক্তৃতা যেন একদিকে ছিল আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক বক্তব্য, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মন জয়ের বার্তা।বেগুসরাইয়ের জনসভায় সকাল থেকেই ছিল জনতার ঢল। হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন বিরোধী জোটের এই প্রচারে। জনতার উচ্ছ্বাস দেখে রাহুল গান্ধী বলেন, আপনাদের ভালোবাসা দেখেই বুঝতে পারছি, বিহারের মানুষ পরিবর্তন চায়। আজ আমি আপনাদের বলতে পারি, এই রাজ্যে আমাদের মহাজোটই সরকার গঠন করবে। তাঁর এই ঘোষণা ঘিরে সভাস্থলে ওঠে উল্লাসধ্বনি।রাহুল বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাব। আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি দিচ্ছি- যেদিন ইন্ডি জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে, সেদিন আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব। তিনি আরও যোগ করেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে সারা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীরা পাতে আসবে। ভারত আবারও জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠবে, যেমন একসময় নালন্দা ছিল।এই বক্তব্যে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে রাহুল যেন বিহারের ভবিষ্যতের এক নতুন স্বপ্ন আঁকলেন। তিনি বলেন, শিক্ষাই উন্নতির মূল ভিত্তি। আজকের সরকার যুবকদের ভবিষ্য নিয়ে ভাবে না। তাদের শুধু চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি শূন্য। তিনি দাবি করেন, আমাদের সরকার শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে, প্রতিটি জেলার ছাত্রছাত্রী মানসম্মত শিক্ষা পাবে।তবে শিক্ষার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর বক্তৃতা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণের বার্তা। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, নরেন্দ্র মোদী ভোটের জন্য মঞ্চে নাচবেনও। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত তিনি যা আপনি চাইবেন, তাই করবেন। কিন্তু নির্বাচনের পরে? তখন তিনি শুধুমাত্র আদানি আর আম্বানির জন্য কাজ করবেন। রাহুলের এই কটাক্ষে জনতার মধ্যে হাসির রোল ওঠে, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা হাততালিতে সমর্থন জানায় তাঁর বক্তব্যকে।রাহুল মোদীর নীতিকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, নরেন্দ্র মোদী দাবি করেন, বিজেপি আপনাদের সস্তায় ডেটা দিয়েছে যাতে আপনারা রিল দেখতে পারেন, ভিডিও বানাতে পারেন। কিন্তু যখন আপনারা ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে রিল দেখছেন, তখন সেই ইন্টারনেটের প্রতিটি টাকার লাভ পাচ্ছেন আম্বানি। মোদীজি বলুন তো, সাধারণ মানুষ কী পেল? লাভ তো কর্পোরেটের ঘরে গেল।তিনি আরও বলেন, এটাই বিজেপির রাজনীতি। বাইরে থেকে গরিবদের কথা বলে, ভিতরে বসে ধনীদের জন্য কাজ করে। তারা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, ব। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নীতি তৈরি করে। তাঁর অভিযোগ, মোদী সরকারের নীতিতে দেশজুড়ে বেকারত্ব বেড়েছে, কৃষকরা বঞ্চিত, শ্রমিকরা সমস্যায়, অথচ কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বেড়ে চলেছে।রাহুল গান্ধীর বক্তৃতায় উঠে আসে সামাজিক সমতার বার্তাও। তিনি বলেন, বিহার এক সময় ছিল জ্ঞানের রাজধানী। আজ এখানকার যুবকরা কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেয়। আমরা চাই, সেই বিহার আবার গড়ে উঠুক, যেখানে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান দুটোই থাকবে। আমরা এমন এক বিহার তৈরি করব, যেখানে ছাত্ররা দেশ ছা।বে না, বরং বিদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসবে।বেগুসরাইয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাজোটের অন্যান্য নেতারাও। তাঁরা রাহুলের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, এই লড়াই শুধু ভোটের নয়, এই লড়াই সম্মানের। বিহারের মানুষ এখন পরিবর্তনের অপেক্ষায়। সভার শেষে রাহুল জনতার উদ্দেশে বলেন, আপনাদের ভোটই এই পরিবর্তনের সূচনা করবে। এবার বিহারের মানুষ বিজেপির মিথ্যে প্রতিশ্রুতিকে প্রত্যাখ্যান করবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, রাহুলের এই বক্তৃতা ছিল বিহারের নির্বাচনের আগেই এক ব। কৌশল। একদিকে শিক্ষার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করা, অন্যদিকে মোদী সরকারের প্রতি ক্ষোভকে কাজে লাগানো- এই দুই দিকেই লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছে তাঁর বক্তব্য।জনসভা শেষে রাহুলকে ঘিরে সমর্থকদের ভি।। কেউ হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালেন, কেউ আবার ‘ জিন্দাবাদ’ স্লোগানে মুখর হয়ে উঠলেন। রাহুল মঞ্চ থেকে নেমে জনতার সঙ্গে করমর্দন করেন, শিশুদের আদর করেন। তিনি বলেন, বিহারের এই মাটি আমাকে শক্তি দেয়, এই মানুষের ভালোবাসাই আমার অনুপ্রেরণা।বেগুসরাইয়ের এই জনসভা প্রমাণ করে দিল, নির্বাচনের আগে বিহারে বিরোধী মহাজোটের প্রচার এখন জোর কদমে চলছে। আর রাহুল গান্ধীর এই আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য যেন সেই প্রচারে নতুন জোয়ার আনল।তিনি শেষে বলেন, আমরা ভয় পাই না। আমাদের পাশে আছে দেশের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, যুবসমাজ- যাঁরা বিশ্বাস করেন, ভারতের ভবিষ্য সমতা, শিক্ষা ও ন্যায়ের ওপর দাঁ।িয়ে।ভ্ভবিহারের রাজনীতির ময়দানে এখন প্রশ্ন একটাই- রাহুলের এই আত্মবিশ্বাস কি বাস্তবে রূপ পাবে? মহাজোট কি সত্যিই ক্ষমতায় ফিরবে?

ঐতিহাসিক জয়! ভারতীয় মহিলা দলকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা, বললেন- ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নদের অনুপ্রেরণা এই সাফল্য

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃইতিহাস রচনার সাক্ষী থাকল গোটা দেশ। আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫-এর ফাইনালে ভারতীয় মহিলা দল যে ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নিল, তা নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এই জয় শুধু একটি ক্রিকেট ম্যাচের জয় নয়, এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ভারতীয় মহিলাদের ক্রিকেট ইতিহাসে। এমনই এক ঐতিহাসিক সাফল্যের দিনেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবার গভীর রাতে নিজের এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ ফাইনালে ভারতীয় দলের এক অসাধারণ জয়। ফাইনালে তাঁদের মান ছিল অসাধারণ দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দলটি ব্যতিক্রমী দলগত কাজ এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই বার্তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। হাজার হাজার শুভেচ্ছা বার্তার ভিড়ে ভেসে যায় ভারতীয় মহিলা দলের নাম। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক অন্যরকম উচ্ছ্বাসের আবহ।প্রধানমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছা বার্তা যেন আরও একবার প্রমাণ করে দিল, দেশের মহিলা ক্রিকেটারদের এই সাফল্য কেবল খেলার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন জাতীয় গর্বের প্রতীক। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় মহিলাদের ক্রিকেট দলে এক অভাবনীয় উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে। মিতালি রাজের অবসর, স্মৃতি মন্ধানার নেতৃত্ব, হরমনপ্রীত কৌরের দাপট- এই সবকিছু মিলে ভারতীয় দলের যে নতুন চেহারা তৈরি হয়েছে, তা আজ বিশ্ব ক্রিকেটে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের প্রতিচ্ছবি।ভ্ভএই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। গ্রুপ পর্ব থেকেই দলটি দেখিয়েছে এক অদম্য আত্মবিশ্বাস। ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে ভারত। সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পরাস্ত করে পৌঁছে যায় ফাইনালে। আর ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া মহিলাদের দলকে হারানো মানেই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ভারতীয় দল সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছে।ফাইনালের ম্যাচ ছিল এক নাটকীয় রোমাঞ্চে ভরা। শুরুতে টস জিতে ভারত বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতেই ভারতের বোলাররা চমক দেখান। রেণুকা সিংয়ের ধারালো বোলিংয়ে মাত্র ২৪ রানে প্রথম তিনটি উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। মাঝের দিকে মেগ ল্যানিং কিছুটা ল।ইয়ের চেষ্টা করলেও, স্পিনে দাপট দেখান দীপ্তি শর্মা ও রাজেশ্বরী গায়কওয়া।। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ৫০ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর দাঁড়ায় মাত্র ২১৬ রানে।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দলের শুরুটা কিছুটা ধীরগতির হলেও, স্মৃতি মন্ধানার ব্যাটে আসে এক দুর্দান্ত ইনিংস। তিনি ৮৭ রানে আউট হলেও, তাঁর পার্টনার শেফালি বর্মা ফিনিশিং টাচ দেন এক অসাধারণ ফিফটি খেলে। শেষ দিকে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও রিচা ঘোষের ঠান্ডা মাথার ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। ৪৮তম ওভারের শেষে ভারতীয় দলের জয় নিশ্চিত হয়। মাঠে তখন উচ্ছ্বাসে ফেটে পা।ছে হাজার হাজার সমর্থক।ভ্ভম্যাচ জয়ের পর হরমনপ্রীত কৌর বলেন, এটি শুধু আমাদের নয়, পুরো দেশের জয়। বছরের পর বছর যে কঠোর পরিশ্রম আমরা করেছি, আজ তারই ফল পেলাম। এই ট্রফি আমরা উৎসর্গ করছি প্রতিটি সেই মেয়েকে, যারা স্বপ্ন দেখে একদিন ভারতের জার্সি গায়ে খেলবে। তাঁর কণ্ঠে আবেগ, চোখে জল- তবু মুখে এক গর্বিত হাসি।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তায় সেই আবেগকেই আরও উচ্চতায় পৌঁছে দিল। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক জয় ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নদের খেলাধূলায় মনোনিবেশ করতে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝা গেল, এই সাফল্য শুধু বর্তমান প্রজন্মের নয়, ভবিষ্য প্রজন্মের মেয়েদের মনেও জাগিয়ে তুলবে আত্মবিশ্বাসের আগুন।ভারতে মেয়েদের ক্রিকেট একসময় অবহেলিত থাকলেও, গত এক দশকে চিত্রটা অনেকটাই বদলেছে। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য সমান বেতন, উন্নত পরিকাঠামো ও সুযোগের ব্যবস্থা করেছে। নারী ক্রিকেটারদের জন্য আইপিএল-এর মতো প্রতিযোগিতা- অর্থা ‘ প্রিমিয়ার লিগ’- এই পরিবর্তনের প্রতীক। এই সব উদ্যোগই আজকের ভারতীয় দলের ভিত্তি মজবুত করেছে।বিশ্বকাপজয়ী এই দলের প্রতিটি সদস্যই এক এক জন সংগ্রামের প্রতীক। উত্তরপ্রদেশের গ্রামের মেয়ে রেণুকা থেকে শুরু করে হরিয়ানার রিচা, বাংলার জেমি

জলমগ্ন পাণ্ডুলিপি থেকে নবজাগরণ, 'ভিজে বইয়ের বইমেলায়' ভিড় পাঠকের!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ জলে ভাসছে সত্যজিৎ, আশাপূর্ণা, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ বড় প্রকাশনার পুজো সংখ্যা থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিন- সবই ডুবে গিয়েছে বৃষ্টির জলে। এ কি ২৩ সেপ্টেম্বরের আকাশভাঙা বর্ষণ, নাকি প্রকাশক আর পাঠকের চোখের জল- প্রশ্ন উঠছে সাহিত্য মহলে। আমফানেও এমন ক্ষতি হয়নি, বলছেন প্রকাশকরা। সেই দু ঃসময়ে ক্ষতির প্রলেপ দিতে সোমবার, ৩ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারের মূল গেট সংলগ্ন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিটে আয়োজন করা হয় 'ভিজে বইয়ের বইমেলা'। আয়োজন করেছে কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সহযোগিতায় স্বনির্ভর ও দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন। উদ্দেশ্য একটাই- ক্ষতিগ্রস্ত প্রকাশক, বই বিক্রেতা ও মুদ্রণ সংস্থাগুলির পাশে দাঁড়ানো। ভিজে বইয়ের মেলা শুরু হয় এদিন সকাল ১১টা থেকে। চলে রাত ৮টা অবধি। অংশ নিচ্ছে বইপাড়ার ২৫টি প্রকাশনা সংস্থা। প্রায় সকলেই সেপ্টেম্বরের ভয়ংকর বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পাঠকই আশ্রয়। তাই প্রিয় পাঠকের জন্য প্রতিটি বইয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো সেই বই সামান্য মলিন। তবু এ তো কেবলই গ্রন্থ বিনিময় নয়, কার্যত হৃদয়ের আদানপ্রদান। পাঠক-লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের তরতাজা সেতু। 'ভিজে বইয়ের বইমেলা'য় দুপুর ১২টা নাগাদ ২৩ সেপ্টেম্বরের অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারী ৬৫টি প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা এবং মুদ্রণ সহযোগী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সহায়তা চেক প্রদান করা হয়েছে। অভিযান পাবিলশার্সের কর্ণধার কলেজ স্ট্রিটের অন্যতম প্রকাশক মারুফ হোসেন বলছেন, বৃষ্টিতে যত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, তাতে এই সহায়তা চেক কিছুই না। কিন্তু ক্রাউড ফান্ডিংয়ের টাকা অর্থাৎ মানুষের ভালোবাসার শক্তি। এর একটা আলাদা দাম আছে। বেলা গড়াতেই মেলায় ভিড় বাড়তে থাকে গ্রন্থপ্রেমীদের। ইতিকথা পাবলিকেশনের তরুণ প্রকাশক শূদ্রক উপাধ্যায় বলছেন, ৮০ শতাংশ ছাড়েও ভেজা বই বিক্রি করছি আমরা। পাঠক কিন্তু মলিন বই কিনছেন। এতেও উপকৃত হচ্ছেন আমাদের মতো প্রকাশকেরা। পাশাপাশি সহায়তা চেকও রয়েছে। সব মিলিয়ে অতিবৃষ্টিতে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে কিছুটা প্রলেপ তো বটেই। সোমবার সারাদিন গ্রন্থপ্রেমীদের আগমনে জমজমাট থাকে কলেজ স্কোয়ারের ' বইয়ের বইমেলা'।

কৃষকদের বাঁচান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি নাগাথিহাল্লি রমেশের

সুমিত পালিত, কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ কর্ণাটকের বিশিষ্ট কৃষিবিদ শ্রী নাগাথিহাল্লি রমেশ। যিনি একজন প্রখ্যাত লেখক, কবি, চিন্তাবিদ, পরিবেশকর্মীও। তিনি কৃষক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তাদের অধিকার ও স্বার্থের পক্ষে সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন তিনি। কর্ণাটকের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে সন্তান শ্রী রমেশ তার যাত্রার অনুপ্রেরণামূলক গল্প ভাগ করে নেন। একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। দল ,মত, জাতি, নির্বিশেষে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তথা সমাজের প্রতি তার আর্জি কৃষকদের বাঁচান কৃষক না বাঁচলে মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে। একজন কৃষিবিদ হিসেবে, তিনি কৃষকদের সহায়তা প্রদান, জলসম্পদ সংরক্ষণ এবং জল দূষণ কমানোর জন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়ে তার মতামতও প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশ, ধার্মিক জীবনযাপন এবং নিজের নীতির প্রতি নিবেদিত থাকার গুরুত্বের উপরও জোর দেন। শ্রী রমেশ কলকাতা ভ্রমণের প্রতি তার আগ্রহও প্রকাশ করেন,কালিঘাট থেকে দক্ষিনেশ্বরের ভবতারিনি বাংলায় এসে তিনি সব জায়গায় ঘুরেছেন বলেও জানান, তিনি এও বলেন পরের বার বাংলায় এসে যেতে চান শক্তি পিঠ তারাপীঠে। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তার খুবই ভালো লাগে বলে জানান তিনি সঙ্গে কলকাতা কেও যে শহরটি তার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদানে বিশেষ ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ০২.১১.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের অয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ, HDFC স্মার্ট গেটওয়ে সহ অতিরিক্ত পেমেন্ট সুবিধা এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট, স্মার্ট কার্ড কেনা এবং রিচার্জ করার স্মার্ট পদ্ধতি গ্রহণে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ বা স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

নিবিড় ভোটার লিষ্ট সংশোধনের কাজ চলছে এস আই আর এর কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া, ৩ নভেম্বর ঃ নিবিড় ভোটার লিষ্ট সংশোধনের কাজ চলছে এস আই আর এর কাজ। প্রতিটি ব্লকে ব্লকে বি এল এ অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিচ্ছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরা।এই পরিস্থিতিতে হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেসের মধ্যে তৈরী হয়েছে ইগোর লড়াই। কারন বেশ কিছুদিন আগে হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন আলম দেইহান। তিনি আবার তাঁর ঘনিষ্ঠদের দলের কাছে বহাল করতে চান।এমনিতে গ্রামীণ হাওড়ায় কংগ্রেসের যে কয়েকটি জায়গায় মোটামুটি সংগঠন রয়েছে তার মধ্যে শ্যামপুর কেন্দ্র টি অন্যতম। কিন্তু এবার শ্যামপুর কেন্দ্রের দুই ব্লকেই এতদিন ধরে যিনি সংগঠন ধরে রেখেছেন সেই আতিয়ার রহমান খাঁনকেই কার্যত বসিয়ে দেওয়া হল বলে মনে করছে কংগ্রেসের একাংশ। কারন সোমবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আলম দেইহান তার অনুগামী বলে মঞ্জুর আলমকে দুই ব্লকের দায়িত্ব দেন।

শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে উদ্যোগ

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ ২০২৫-২৬' হল হাওড়ায়

সুমন আদক, হাওড়া, ৩ নভেম্বর ঃ শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে উদ্যোগ। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ ২০২৫-২৬' হয়ে গেল হাওড়ায়। একাধিক উদ্যোগপতিদের হাতে বিভিন্ন দফতরের ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হলো এদিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমএসএমই এবং টেক্সটাইল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ ২০২৫-২৬' অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার শরৎ সদনে। সোমবার ৩ নভেম্বর হাওড়া জেলার সিনার্জি'তে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ আগামী দিনে এই জেলায় বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের দিশা দেখাবে এই সিনার্জি। সোমবার সকালে শর সদনের ১নং হলে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওই সিনার্জি এবং বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ ২০২৫-২৬ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এমএসএমই (মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস) এবং টেক্সটাইল বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড -র বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর ভাইস চেয়ারম্যান জয়প্রকাশ মজুমদার, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের এমএসএমই অ্যান্ড টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডে বলেন, 'ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে হাওড়া জেলায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। হাওড়ায় ১০ হাজার কোটি টাকা এমএসএমই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে। হাওড়ার ফাউন্ড্রি পার্কে ইতিমধ্যেই ৩০টি ইউনিট চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের সহযোগিতায় হাওড়া জেলায় রবার পার্ক, জরি পার্ক, জুয়েলারি পার্ক আরও এগিয়ে চলেছে। এই নিয়ে পরপর ১০ বছর ধরে জেলাস্তরে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে উদ্যোগপতিদের যেকোনও সমস্যার দ্রুত সমাধান হচ্ছে। শিল্প গ।ার দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এদিনও হাওড়ার একাধিক উদ্যোগপতিদের হাতে বিভিন্ন দফতরের ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হয়। চলতি বছরে হাওড়া জেলায় ১৮ হাজার ৯০১টি নতুন ইউনিট গড়ে উঠেছে। যেখানে লক্ষাধিক মানুষের নতুন করে কর্মসংস্থান হয়েছে।' এদিন মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে উগ্র রাজনীতির জন্য এরাজ্যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর ফের বাংলায় নতুন করে শিল্পের ভাবনা শুরু হয়। উনি জানিয়ে দেন, এক মিনিটের জন্যও বাংলায় কোনও ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ থাকবে না। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উদোগপতিদের নানা সুযোগ দিয়ে বাংলায় শিল্পের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়া জেলা দিয়ে এই সিনার্জি'র সূচনা হলো।' এদিন অরূপ রায় বিনিয়োগকারী শিল্পোদ্যোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যখনই কোথাও সমস্যায় পড়বেন আপনারা আমার কাছে বা জেলা প্রশাসনের কাছে আসবেন। অঙ্গীকার করছি আমাদের তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা করব। সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হব। আপনারা হাওড়ায় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করুন এটাই কামনা করব।'

ভদ্রেশ্বরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মহিলা সেজে প্রতিমাকে বরণ করতে দেখা গেল পুরুষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর, ৩ নভেম্বর ঃ এই ভদ্রেশ্বরেই রয়েছে

তেঁতুলতলা বারোয়ারি। সেখানেই রয়েছে এক আজব রীতি। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মহিলা সেজে প্রতিমাকে বরণ করতে দেখা গেল পুরুষদের। বহুকাল থেকেই প্রাচীন এই প্রথা চলে আসছে ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলায়। আলোয় ভেসেছে চন্দননগর। যদিও এখন বিদায়বেলায় মুখভার চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর-সহ আশপাশের বাসিন্দাদের। শোনা যায়, ইংরেজ ছাউনি ছিল ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি এলাকায়। ব্রিটিশ শাসনকালের ওই সময় গোটা অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল। সর্বত্রই দেখা যেত গোরা সৈনিকদের। তাঁদের অত্যাচারে ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত এলাকার বাসিন্দারা। তীব্র ভয়ে থাকতে হত এলাকার মহিলাদের। খুব প্রয়োজন হলেও বাড়ি থেকে বের হওয়ায় ছিল রীতিমতো দায়। তাই সিংহভাগ সময় তাঁদের থাকতে হত বাড়ির অন্দরমহলেই। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজো হতো সেই সময়েও। কিন্তু পুজোর যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাল দিতেন পুরুষরাই। ঠাকুর বরণের সময়েও একই ছবিই দেখা যেত। তবে বরণের পুরো প্রক্রিয়াই চলত মহিলাবেশে। পুরুষরাই মহিলাদের মতো সেজে প্রতিমাকে বরণ করতেন। আর সেই থেকে এই প্রথাই চলে আসছে তেঁতুলতলার পুজোয়। শাড়ি পরে মাথায় সিঁদুর দিয়ে স্ত্রী সেজে মহিলাবেশে বরণ-ডালা হাতে জগদ্ধাত্রী বরণ করেন পুরুষরা। তারপরই রীতি মেনে বের হয় জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা। এও শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুর গৌরহাটিতে বাস করতেন। তিনি রাজার অনুমতিতে দুই বিধবা কন্যাদের ইচ্ছায় নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু করেন। সেই পুজোই পরবর্তীতে চলে আসে তেঁতুলতলায়। নাম হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি। ২৩৩ বছর ধরে পুজো চললেও সেই পুরনো রীতির আজও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তবে শুধু এখানে নয়, পুরুষদের বরণ করতে দেখা যায় চন্দননগরের তেমাথা রানি মায়ের পুজোতেও।

শ্রীরামপুরের জমজমাট রাস উৎসব - স্বর্গ তব রথে থিমে মধ্য শ্রীরামপুর গঙ্গা মাতার ২৩তম বর্ষ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ নভেম্বর ঃ রাস মানেই নবদ্বীপ কিংবা শান্তিপুরের কথা প্রথমেই মনে আসে। তবে সেই ঐতিহ্যের ধারাকে আজ সমানতালে ধরে রেখেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুরের জমজমাট রাস উৎসবও। প্রতিবছরই এখানে সাজে উৎসবের পসরা, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নানা থিম-ভিত্তিক মণ্ডপ - সব মিলিয়ে শ্রীরামপুর হয়ে ওঠে এক বর্ণিল আনন্দলোক। প্রায় ৮০টিরও বেশি পুজো কমিটি অংশ নেয় এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায়, যেখানে প্রতিটি থিমের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শিল্প, সৃজনশীলতা আর ভক্তির মেলবন্ধন।এই বছর পূর্বস্থলী ১ ব্লকের মধ্য শ্রীরামপুর গঙ্গা মাতা পুজো কমিটি পদার্পণ করেছে তাদের ২৩তম বর্ষে। ক্লাব প্রাঙ্গণে ক্লাবের

তরফে মনোজি দেবনাথ জানান, এই বছর আমাদের থিমের ভাবনায় ফুটিয়ে তুলেছি - স্বর্গ তব রথে। ভক্তি, ঐশ্বর্য ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে এই থিম আমাদের রথযাত্রার মূল ভাবনাকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর টানা দু'দিন ধরে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - থাকবে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা ইত্যাদি। পাশাপাশি প্রতিদিনই আয়োজন করা হয়েছে মহাপ্রসাদ বিতরণ, যেখানে এলাকার শত শত মানুষ একসঙ্গে ভক্তিমূলক পরিবেশে অংশ নেবেন। শ্রীরামপুরের এই রাস উৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি গ্রামীণ ঐক্যের এক প্রাণবন্ত উদযাপন। আলো, সুর, আনন্দ আর ভক্তির মেলায় মেতে উঠবে গোটা এলাকা - যেন সত্যিই স্বর্গ তব রথে নেমে এসেছে শ্রীরামপুরের মাটিতে।

আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিট থানার এলাকা বৃদ্ধি, পুনর্বিন্যাসে নজর কাড়ল ভবানীপুর বিধানসভা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ কলকাতার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ থানার সীমারেখায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট ও আলিপুর থানার অন্তর্গত এলাকা বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে নবান্নের পক্ষ থেকে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, মূলত জনবসতির ঘনত্বও প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই এই পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে এলাকাগুলির বাসিন্দারা পুনর্বিন্যাসের আওতায় পড়েন, তাঁদের নিজেদের এলাকার ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। থানার পক্ষ থেকে মাইকিং করে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা যেন প্রয়োজন হলে পুরনো থানার বদলে নতুন থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। নবান্ন ও লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন পুনর্বিন্যাসে ওয়াটগঞ্জ থানা ও একবালপুর থানার কিছু অংশ দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর থানার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ওই এলাকাগুলি ছিল বন্দর এলাকার আওতায়। এ ছাড়াও মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট থানা এলাকার কিছু অংশ পার্ক স্ট্রিট থানার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে বন্দর ও মধ্য কলকাতার ওই অংশগুলি নিয়ে আসা হল দক্ষিণ কলকাতার আওতায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, পুনর্বিন্যাসের আওতায় আসা এই এলাকা দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ফলে এখন থেকে সম্পূর্ণ ভবানীপুর বিধানসভা কলকাতা পুলিশের সাউথ ডিভিশনের অধীনে থাকবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুর থানার উত্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কার্ল মার্কস সরণি, টালি নালা এবং বেলভেডের রোডের একটি অংশ। পশ্চিমে পোর্টল্যান্ড পার্ক, ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে রিমাউঃট রোড এবং কবি মহম্মদ ইকবাল রোড পর্যন্ত এলাকা থাকবে এই থানার অধীনে। এছাড়া ভূকৈলাস রোডের অংশও আলিপুর থানার অন্তর্গত হয়েছে। অন্যদিকে, কিড স্ট্রিট ও সদর স্ট্রিটের কিছু অংশ এখন পার্ক স্ট্রিট থানার আওতায় এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সাধারন মানুষের এতে উপকার হবে।

২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম না থাকায় আতঙ্ক-হৃদরোগে মৃত্যু ডানকুনির মহিলার!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ এসআইআর আতঙ্কে ফের এক মৃত্যুর ঘটনা! মৃতের নাম হাসিনা বেগম। তিনি ডানকুনি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুলপল্লির একটি ভাড়া বাড়িতে মেয়ের সঙ্গে থাকতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় বেশ কিছুদিন ধরে উদ্বেগে ছিলেন হাসিনা। ওই আতঙ্ক থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ডানকুনি পুরসভার পুরপ্রধান হাসিনা শবনম। তিনি বলেন, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই জানতে পেরে ভীষণ চিন্তায় ছিলেন হাসিনা বেগম। সেই দুশ্চিন্তাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। শুধু তিনিই নন, একই আতঙ্কে এলাকায় আরও একজন অসুস্থ হয়ে পাছেন বলেও জানান পুরপ্রধান। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এসআইআর ইস্যুতে আর একটি মৃত্যুর খবর এসেছে। হাসিনা বেগম, ৬০ বছর বয়স, তিনি এসআইআর জনিত চাপ সহ্য করতে না পেরে, চিন্তায় উদ্বেগে অসুস্থ হয়ে পানে। এরপরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। এই ইস্যুতে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান। বলেন, এসআইআর যে প্যানিক বিজেপি তৈরি করেছে অর্থা ধরে বার করে দেব, নাম কেটে দেব, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব এই চাপে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, কেউ উদ্বেগজনিত চাপে অসুস্থ হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এর পূর্ণাঙ্গ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে বলে জানান কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, বিপজ্জনক দিকে আমজনতাকে ঠেলে দিয়েছে বিজেপি এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আতঙ্ক সৃষ্টি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক চক্রান্তের তীব্র নিঃদা এবং বিরোধিতা করছি, মন্তব্য তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত হাসিনা বেগম ডানকুনি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কিন্তু বয়সের কারণে মেয়ের সঙ্গে ২০ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ওই এলাকায় এসআইআর সংক্রান্ত একটি মিটিং হয়। এরপর থেকেই চিন্তায় ছিলেন ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ ওই মহিলা। এর মধ্যেই তিনি জানতে পারেন তাঁর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। পরিবারের দাবি, শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন হাসিনা বেগম। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

অ্যাপে প্রেম, তারপর প্রতারণা! রাজ্য পুলিশের নতুন সতর্ক বার্তা ভাইরাল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ ধর্ম, বর্ণ বা অর্থ-প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও কিছুকেই আলাদা গুরুত্ব দেওয়া যায় না। দুই মানুষের হৃদয় যখন মিলেমিশে যায়, তখন আর কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না! তবে, এ বিষয়ে রাজ্য পুলিশের সতর্কবার্তা ভিন্ন। পুলিশের ফেসবুক পোস্টে স্পষ্ট লেখা- প্রেমে পড়বেন, বুঝেশুনে! অর্থাৎ, না জেনে-না বুঝে প্রেমে জড়ানো বা অ্যাপের মাধ্যমে অচেনা সম্পর্কে জড়ানো থেকে সাবধান থাকার পরামর্শই দিচ্ছে পুলিশ। এখন প্রশ্ন উঠছে- কেন এমন বার্তা দিল রাজ্য পুলিশ? সোশাল মিডিয়ায় প্রেম এখন একেবারেই নতুন কিছু নয়। বহু সফল দম্পতির পরিচয় হয়েছে এই ফেসবুক, ইস্টাগ্রামের দৌলতেই। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট থেকে বহু মানুষের বিয়ে হয়েছে। তবে প্রতারিতের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদেরই দলের একজন হুগলির সিঙ্গুরের বাসিন্দা ২৯ বছরের এক তরুণী। ব্যাপারটা ঠিক কী? কয়েক মাস আগে হুগলী পুলিশ (গ্রামীণ)-এর সাইবার গোয়েন্দাদে দ্বারস্থ হন ওই তরুণী। জানান, ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে অনুপম রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। যুবক নিজেকে চালকলের মালিক বলে পরিচয় দেন। এগোয় কথাবার্তা। মন দেওয়া নেওয়াও হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (W.S.)/S.S. Unit, KMC** invites e-Tender online system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-130/10/25-26/B9/142
Name of Work: **Restoration of filtered water pipeline and related works near 550/2, D. H. Road, 38A, Rishi Bankim Road, 267, N. S. Road and other different locations in Ward No.-130, Br.-XIV.** Estimated Amount: ₹ **1,97,048.60**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **18 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.11.2025 – 1 p.m.** Tender will be opened on: **19.11.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2025 – 10 a.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/South (Br.-X), KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: KMC/WS/EE/S/100/25-26/08/1st Call
Name of Work: **Development of water supply network by supply and laying 100 MM dia DI pipe at 235A N. S. C. Bose Road to 344/12 N. S. C. Bose Road, E/127/6A Ramgarh to 19/1 Naktala Lane and 364/27A N. S. C. Bose Road to 26 D. P. P. Road in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **3,48,403.32**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Date of Publication/Submission Start: **06.11.2025 – 2 p.m.** Last date and time of submission: **20.11.2025 – 2 p.m.** Tender opening date & time: **22.11.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/West, KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: KMC/WS/WEST/W82/T-007/2025-26
Name of Work: **Laying of 100 MM diameter D.I. Main for development of filtered water supply from 44D J. M. Lane to 97C Alipore Road in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **2,56,687.00**. Earnest Money: ₹ **5,150.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **19.11.2025 at 1 p.m./21.11.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online item/percentage wise rate in two bid system for the following work:

(1) NIT No.: KMC/GRBU/J/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Repairing and re-installation of broken duckfoot bend of DWF Pump No.-2 alongwith other allied works at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **12 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.11.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.11.2025 at 1 p.m.**

**(2) NIT No.: KMC/GRBU/J/20/

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৩০, সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৮ কার্ত্তিক ১৪৩২

বিপ্লবী কল্পনা দত্ত

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। চট্টগ্রামের আদালত চত্বর ভিড়ে ঠাসা। চারদিকে পুলিশ ছয়লাপ। মাছি গলবার উপায় নেই। সন্দেহ হলেই চলছে তল্লাশি আর ধরপাকড। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মামলায় ৩২ জন বন্দির বিচার আদালতে হাজিরার দিন। ব্রিটিশদের কাছে খবর ছিল আদালত চত্বরে বন্দিদের মুক্ত করতে হামলার ছক কষেছে মাস্টারদার অকুতোভয় যোদ্ধারা। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল মহিলা বোরখা পরে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের নজর এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর গেল মহিলা ফোর্স পাঠানোর। অত্যন্ত গোপনে মহিলা পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল এলাকা । কিন্তু কোথায় গেল সেই মহিলা? আদালতের গেটেও বাহিনী ছিল, কিন্তু সকলের নজর এড়িয়ে গেল কিভাবে? একটু আগে যে শীর্ণ বৃদ্ধা ঘোমটা দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। এভাবেই পুলিশের নজরের বাইরে চলে গেল সেই মহিলা। আদালত চত্বরে পুলিশ উদ্ধার করল বিস্ফোরক গান কটন। কার্পাস তুলোর ওপর নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রন দ্বারা তৈরি এই গান কটন ডিনামাইটের মতো কাজ করেগ্ন আর সেদিন গান কটন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপ্লবীদের মুক্ত করার দায়িত্ব ছিলেন সেই মহিলাগ্ন কিন্তু কে এই মহিলা? পুরো নাম কল্পনারানি দত্তগুপ্ত। ম্যাট্রিকুশ্বলেশন পরীক্ষার ফর্মে নি। নিজের নাম লিখেছিলেন কল্পনা দত্ত ।ডাকনাম ভুলু। ১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে জন্ম কল্পনা দত্তের। বাবা বিনোদবিহারী দত্ত ও মা শোভনবালা দত্ত। কল্পনা দত্তের ঠাকুরদা ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল প্রমুখ বিপ্লবীদের জীবনী পড়তেন ছোট থেকেই। পড়তেন 'পথের দাবি'-র মত স্বদেশী বই। পড়াশোনায় মেধাবী কল্পনা চট্টগ্রামের খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হন। তারপর চলে যান কলকাতায়। ভর্তি হন বেথুন কলেজে বিজ্ঞান শাখায়। সেসময় যোগাযোগ হয় বেথুন কলেজেরই ছাত্রী কল্যাণী দাশ ও তাঁদের সংগঠন 'ছাত্রী সংঘ'-র সাথে। বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে তৈরি করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে কল্পনা দত্তের মনে। বেথুন কলেজে গঠন করেন ছাত্রী সমিতি। বেথুন কলেজে পড়ার সময়েই যোগাযোগ হয় বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মনোরঞ্জন রায়দের সঙ্গে। স্কলারশিপের টাকায় সাইকেল কিনে প্রতি সকালে কলেজ কম্পাউণ্ডে সাইকেলে ঘুরপাক খাওয়া, প্রতি রোববার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নৌকা চালানোর অভ্যাস করতেন তিনি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হন কল্পনা দত্ত। কলকাতা থেকে ফিরে যান চট্টগ্রাম। সেইসময় বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর ধারণা ছিল ছেলেমেয়ে পাশাপাশি থাকলে ছেলেদের নৈতিক আদর্শ খারাপ হতে পারে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কল্পনা দত্ত লিখেছেন, It was an iron rule for the revolutionaries that they should keep aloof from the women কিন্তু কল্পনাদেবী নাছোড়বান্দা। মাস্টারদার দলে যোগ দিতেই হবে। ১৯৩১ সালের মে মাসে কল্পনা দেবীর সঙ্গে মাস্টারদার সাক্ষাৎ হয়। দলে যোগদান করেন।

শেষ বুদ্ধিজীবী শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ কি বুদ্ধিজীবী ছিলেন? সম্প্রতি এক পোস্টে আমি লিখেছি শঙ্খ ঘোষ ছিলেন আপাতত পশ্চিমবঙ্গের শেষ বুদ্ধিজীবী। এ কথার কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছেন। শঙ্খবাবুর রাজনৈতিক দ্বিচারিতার কথা বলেছেন। সেটা হয়তো তাঁর মধ্যে ছিল। সাহিত্যিক দ্বিচারিতা ছিল। হাংরি আন্দোলনের প্রতি তাঁর মনোভাব ও অবস্থান যাচাই করলেই ধরা পড়ে যায় শঙ্খবাবুর দ্বিচারিতা। তাঁর কবিতাও আমার পছন্দ নয়। জ্ঞানপীঠ পাওয়ার পরে আমি বলেছিলাম সেটা তাঁর পাওয়ার কথা নয়- সেটা বরং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রাপ্য। এ নিয়ে তখন আমাকে অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শঙ্খ ঘোষ আমাদের শেষ বুদ্ধিজীবী। তার কারণ শঙ্খ ঘোষ কথা বললে সেটা জনসাধারণের কাছে পৌঁছত। এবং তিনি কবি হিসেবে সেই কথাগুলো বলতেন না। বুদ্ধিজীবী হিসেবেই বলতেন। কথাগুলোর মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়ার ছাপ অবশ্যই থাকতো, কিন্তু কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য হত না। সেটা আজকের কৌশিক, অপর্ণা, জয়, অনির্বাণদের ক্ষেত্রে হয়। বিবেক থাক বা না থাক- শঙ্খ বাবু কথা বললে বোধের প্রচ্ছন্ন স্বর শোনা যেত, এবং সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত। উনি চলে যাওয়ার পরে তাই একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে যেটা আজকের অভিনেতা কবি শিল্পীদের কাউকে দিয়ে পূর্ণ হওয়ার নয়। শঙ্খবাবু মানুষ হিসেবে খাঁটি ছিলেন কি ছিলেন না, এটাতে তাঁর বুদ্ধিজীবীর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কিছু নেই। বুদ্ধিজীবীকে যে ভালো মানুষ হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই! তাঁর মধ্যে দ্বিচারিতা থাকতেই পারে। যেমন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, আবার বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। চরকা কাটতেন আবার বিপ্লবীদের পিস্তল কেনার টাকাও দিতেন। মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব দেখলে শিউরে উঠতে হয়, আবার 'মহেশ'-এর মতো গল্প লিখেছেন। ওদিকে আবার শিবরাম চক্রবর্তীর টাকা মেরে দিয়েছেন। এতে তাঁর কালজয়ী সাহিত্যিক হওয়া আটকায় না। বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তিনি আজও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। কেউ কেউ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য ইত্যাদি মানুষদের বুদ্ধিজীবী বলছেন। জনসাধারণ যাঁদের নামই জানে না, জনসাধারণের উপর যাঁদের কথার কোনো প্রভাবই নেই। ওঁরা বুদ্ধিমান, মেধাবী, তীক্ষ্ণধার, বিবেকবান, চিন্তক, অনেকের পথপ্রদর্শক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে।

বউবাজারে প্রতিষ্ঠিত হল ' ইন্ডিয়ান কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' ডাক্তার মহেন্দ্রলালের উৎসাহে

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৫৫ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের ফিফথ ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছেন ডাক্তার আর্চার। পড়াতে পড়াতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন শিক্ষক আর্চার। ক্লাসের উপস্থিত ছাত্ররা কেউ উত্তর দিতে পারলো না। হঠাৎ একটি ছেলে তার উত্তর দিয়ে দিল

ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়েই। ডাক্তার আর্চার অবাক হলেন। ছাত্রটিকে ডাকলেন ক্লাসে। জানতে পারা গেল ছেলেটি এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পাশের ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ নিতে এসেছেন আত্মীয়ের জন্য। ছেলেটিকে ক্লাসে বসিয়ে আরওবেশ কয়েকটি শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলেন ডাক্তার আর্চার পরীক্ষা করার জন্য। অবাক কাণ্ড। ছাত্রটি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলেন। বিস্মিত হলেন ডাক্তার আর্চার এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা। তাঁর খবর কলেজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। এরপর থেকে না া নানান বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর ডাক পড়তে শুরু করলো। তাঁর অসামান্য জ্ঞান এবং মেধার কথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী করে সে অতি অল্প সময়ে এতো জ্ঞান অর্জন করলেন? তার উত্তরে ছেলেটি বলেছিল, সে নানা ধরনের উন্নতমানে ডাক্তারি বই পড়েন। সিলেবাসের বাইরেও তিনি ডাক্তারি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। গ্রীস, চিন, ইতালি, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কী কী ব্যবহার করা হতো এবং রোগ নিরাময়ের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা তিনি বই নিয়ে এসে রাতের বেলায় এক মনে পড়াশুনা করতো। শুধু তাই নয়, সে মানবদেহ নিয়ে চর্চাও করতো। মানব দেহ নিয়ে যত বেশি চর্চা করা যাবে ততই রোগের জটিলতাকে দূর করা সম্ভব হবে।

১৮৩৩ সালে ২নভেম্বর হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এই বিস্ময়কর বালক যার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার। পিতার নাম তারকনাথ সরকার এবং মাতার নাম অঘোরমণি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। পিতাকে হারনোর মূল কারণ হচ্ছে রোগ। শিশু মহেন্দ্রলাল সরকার পিতাকে হারানোর দিন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তিনি চিকিৎসক হবেন। সাধারণ মানুষের চিকিৎসক হবেন। এরপরে তিনি কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং ১৮৪১ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে বিনা বেতনে পড়াশুনা করতেন। ১৮৪২ সালের ১ জুন হেয়ার সাহেব পরলোকগমন করলে বালক মহেন্দ্রলাল গভীর শোক পেয়েছিলেন। ওই একই সময়ে তাঁর মায়েরও মৃত্যু ঘটে কলেরায়। হে.ার স্কুল থেকে ১৮৪৯ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে মহেন্দ্রলা জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজে পড়ার অধিকার লাভ করলেন। সেই সময়ে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজের গণিতের অধ্যাপক সাটক্লিফ এবং দর্শনের অধ্যাপক জোনস মনেন্দ্রলালকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রবল হতে থাকে। ১৮৫৪-৫৫ সেশনে মেডিকেল কলেজে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গেলেন। ওই বছরেই ১৮৫৫ সালে মহেন্দ্রলাল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বন্দীপুর গ্রামের মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা রাজকুমারীর সঙ্গে। তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁদের প্রথম পুত্র অমৃতলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ সালে। অমৃতলালও কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী এলএমএস ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। মহন্দ্রলাল ডাক্তারী এলএমএস পাশ করেন ১৮৫৯-৬০ সালে। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যাল. থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে এলো কলকাতা মেডিকেল কলেজ। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাতে এলএমএস, এম.বি এবং এমডি ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি ছাত্রদের তিন ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হতো। ১) মেডিসিন এবং সার্জারি লাইসেন্সিয়েট (এলএমএস), ২) মেডিসিন স্নাতক (এমডি) এবং ৩) মেডিসিনে ডক্টরেট (এমডি)। এলএমএস এবং এমবি-এর পাঠক্রম একই ছিল। যেসব ছাত্ররা এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হতো তারা এলএমএস ডিগ্রি লাভ করতেন। আর বিএ পাশ করে ভর্তি হলে তাদেরকে দেওয়া হতো এমবি ডিগ্রি। তারপরে বিশেষ পরীক্ষা করে এমডি ডিগ্রি দেওয়া হতো। মহেন্দ্রলাল সরকার যে কোনও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি। সে বছর দ্বিতীয় এমডি হয়েছিলেন ডাক্তার জগবন্ধু বসু। ভারতের প্রথম এমডি হন চন্দ্রনাথ দে । তিনি পাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এলএমএস পাশ করেই ১৮৬১ সালে প্রাকটিস করতে শুরু করে দিলেন। খুব দ্রুত ভালো চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। বিনা পয়সা রোগী দেখা শুরু করে দিয়েছিলেন চিকিৎসায় জীবিকা গ্রহণ করার সময়ে। গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি টাকা নিতেন না। উল্টে তাদের ওষুধ কেনার পয়সা না থাকলে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন ওষুধ কেনার জন্য। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তখন বহু ডাক্তাররা তাঁর কাছে রোগী পাঠাতেন। আবার বহু জটিল রোগ নিয়ে চিকিৎসকেরা তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করতেন। শৈশব কালের দারিদ্রতা তাঁকে কঠিন করে তুলেছিল। যদিও তিনি ভিতরে ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। তাঁর পরবর্তী জীবনকালের দিকে তাকালে আমরা সবটা বুঝতে পারবো কেন তিনি কঠিনভাবে জীবনকে অতিবাহিত করতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইংরেজি শিক্ষাবিদের কাছ থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তিনি যুক্তিবাদী হয়ে উঠেন। সহজে তিনি কোনও ধর্মীয় নীতি বা সামাজিক রীতিনীতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতেন না যদি না তার মধ্যে সত্যের প্রকাশ না থাকতো। ভারতীয় হওয়ার কারণে তিনি বারবার ইংরেজদের কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার লাভ করেননি। যেমন আচার্য জগদীশ বোস থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দকেও পর্যন্ত লড়াই করতে হয়েছিল সাহেব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেলেও সাহেবদের তুলনায় ভারতীয়দের মাইনে খুবই কম ছিল। পদমর্যাদা ভারতীয়দের দেওয়া হতো না। চাকরি এবং পেশাগত দিক দিয়ে শুধু বঞ্চনা চলছিল তা নয়, অন্যান্য দিকের অবস্থা ছিল একই রকম। শিক্ষিত ভারতীয় ডাক্তারেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছিল না। সম্ভবত এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর ডাক্তারি ফি রেখেছিলেন অন্যান্য ডাক্তারদের তুলনায় সর্বোচ্চ যা সাহেব ডাক্তারদের তুলনায় বেশি ছিল। ফলে সাহেব ডাক্তাররা তাঁর ওপরে কুপিত হয়েছিল। চিকিৎসা জীবন শুরু হওয়ার সময় থেকেই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর অলক্ষ্যে হেসেছিলেন তখন। পরে দেখতে পাওয়া গেল তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শুরু করে দিয়েছিলেন। এ্যালোপাথি চিকিৎসা ত্যাগ করেছেন। মরগ্যানের লেখা 'ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি' বইটি রিভিউ করার জন্য পড়তেই তার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। আরও ভালোভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বোঝার জন্য তিনি রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন ভারতের 'ফাদার অব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক'। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিজেও বেশ কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করে বুঝতে পারলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত। এরপরেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এলোপ্যাথি ত্যাগ করে নিজেকে একেবারে হোমিও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করবেন। অ্যালোপাথি চিকিৎসক হিসাবে তিনি যখন খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করছেন তখন স্বার্থ ত্যাগ করে হোমিও প্যাথিতে আত্মনিয়োগ করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিল। ১৮৬৭ সালে তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে চতুর্থ বছরের সভায় তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তার ফলে তাঁকে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাশোসিয়েশন থেকে বহিস্কার করা হলো। ডাক্তার সরকার একে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েননি। তিনি ১৮৬৮ সালে নিজের সম্পাদনায় একটি মেডিকেল পত্রিকা প্রকাশ করলেন নাম ছিল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' (১৮৬৮)। সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথি প্রসারের কথা লিখলেন। অ্যালো পাথি চিকিৎসায় উদাসীন থাকলেন

হাভেলি সহর থেকে হালিসহর নাম হয়েছে

কুশল ব্যানার্জি

হাভেলি শহর থেকে হালিসহর। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে, বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী/ যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি। একাদশ শতকের কুমারহট্ট থেকে একবিংশ শতকের হালিসহর; দীর্ঘ পথ চলার সাক্ষী শহরের গা ছুঁয়ে যাওয়া প্রবহমান গঙ্গা। প্রাচীন এই জনপদে গঙ্গা যেমন তার গতিপথ বদলেছে, তেমনি সময়ের সঙ্গে বদলেছে শহরের ইতিহাস। কুমারহট্ট থেকে হাভেলিসহর, আর তার অপভ্রংশ হালিসহর। হাভেলি শহরের সীমানা ছিল কাঞ্চনপল্লি থেকে ইছাপুর খাল পর্যন্ত। পুরনো শহরে সৌধের শেষ ছিল না। বড় বড় মহল, অট্টালিকায় ভরা হাভেলিশহরের ইতিহাস পাল যুগের কথা বলে। পাল রাজাদের তৈরি নৌ বন্দর বা জাহাজঘাটা। 'নৌ-বিতান'-এর ইতিহাস এ শহরের স্মৃতিতে। তখনও হাভেলি সহরের জন্ম হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মা বলম্বী পাল রাজারা তখন তাম্রলিপ্ত থেকে সরে এসেছেন গঙ্গার ওপারে সপ্তগ্রামে। আর এ পারে অধুনা হালি শহরে তৈরি হওয়া জাহাজঘাটা নৌ-বিতানে নিয়মিত আসতেন রাজা কুমারপাল। একটু একটু করে বসতি তৈরি হচ্ছিল এখানে। কথিত আছে, রাজা কুমারপাল এর নামে এই জনপদের নাম হয় 'কুমারহট্ট'।

ইতিহাস বলে, মৃৎ শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান ছিল কুমারহট্ট। বজরায় করে এখান থেকে মাটির জিনিসপত্র যেত দূর-দূরান্তে। কুমোরদের হাট বসত এখানে। তার থেকেও 'কুমারহট্ট' নামকরণ হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল এই জনপদ। রাজকুমারেরা সংস্কৃতের পাঠ নিতে আসতেন বলে নাম 'কুমারহট্ট'। তবে নাম নিয়ে প্রবাদ যাই থাক, বিভিন্ন পুঁথি ও দুর্লভ প্রত্নসামগ্রী থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজা কুমারপালের নাম থেকেই এই শহরের নামকরণের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত বলে ইতিহাস গবেষকদের দাবি।

পাল বংশের পর সেনরা শক্তিশালী হয়ে সপ্তগ্রাম দখল করে। রাজা বিজয়সেন এই কুমারহট্ট পর . গনাতেই তৈরি করেন রাজধানী বিজয়পুর। যা আজকের বীজপুর। সেন যুগেরও অসংখ্য নিদর্শন এই শহরের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের পরে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান শাসকেরা সপ্তগ্রাম দখল করেন। ৫০টি মহাল-এ ভাগ হয়ে 'সাতগাঁও সরকার' নাম হয়। তারই মধ্যে একটি ছিল কুমারহট্ট। বর্গী হামলার পরে সেখান থেকে পালিয়ে বহু মানুষ কুমারহট্টে নতুন করে বসতি গড়েন। বিত্তশালী বহু মানুষ তখন এখানে উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রাসা দোপম বাড়ি তৈরি করেন। তৈরি হয় বিভিন্ন সৌধ। ধীরে ধীরে কুমারহট্ট হাভেলিসহরে পরিণত হয়। সে কারণে এই শহরকে 'সিটি অফ হাভেলিস'-ও বলা হত।

ধর্মের দিক থেকে হালিসহর চিরকালই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের শহর। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের পরে গোঁড়া শৈব মতাবলম্বী সেনরা রাজত্ব চালান। তাই হালিসহরে শিব মন্দিরের ভগ্ন স্তূপের শেষ নেই। পরবর্তীতে এই সেন রাজারাই শাক্ত মতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। দেবী মূর্তি পুজোর প্রচলন শুরু হয়। প্রবল কৌলিন্য প্রথার মধ্যে দিয়ে চলা হালিসহরের সংস্কৃতিতে ধর্মান্ধতার গ্লানি যখন চেপে বসেছে, তখন বৈষ্ণব ধর্মের পথিকৃৎ চৈতন্য দেবের দীক্ষা গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর উত্থান হয়। এই শহরেই তাঁর জন্মভিটেতে এখন রাজ্যের অন্যতম বৈষ্ণব পাঠাগার। চৈতন্য দেবের পদধূলি হালিশহরের বুক জুড়ে। গুরুর ভিটে থেকে চৈতন্য দেব এক মুঠো মাটি তুলে নেওয়ার পরে তাঁর ভক্তেরাও ওই পুণ্য মাটি মুঠো ভরে নিতে থাকেন। তৈরি হয় 'চৈতন্য ডোবা'।

হালিসহরে সাধক রামপ্রসাদের ভিটে। কবি রামপ্রসাদ সেন ১৭২০ সালে এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের ভিটেতে কালীবাড়ির জন্যই হালিশহর একটি সিদ্ধপীঠ। স্থানীয় বাসিন্দাদের আফশোষ, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ বা হাল আমলে নৈহাটি 'বড়মা'র মন্দির যে ভাবে প্রচার পায়, সে ভাবে এই মন্দিরটির প্রচার নেই। উৎসবের দিনগুলোতেও আর আগের মতো জনসমাগম হয় না। কাছাকাছি কোনা গ্রামে রয়েছে রানি রাসমনির জন্মস্থান। যদিও তাঁর পৈতৃক বাড়ি বহুদিন আগেই বিলীন হয়েছে গঙ্গা গর্ভে।

হেরিটেজ কমিটি'র সদস্য, ব্যারাকপুর মহকুমার ইতিহাস গবেষক মাধব ভট্টাচার্য বলেন, হিন্দু রাজাদের সময় যেমন অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল, প্রাচীন এই জনপদে মুসলমান শাসনের সময়ে বেশ কিছু মসজিদ ও দরগাও তৈরি হয়। ১৬৮০ সালে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত বাগের মসজিদ। হালিশহর নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার কাজ করেছেন অলোক মৈত্র ও নজরুল বিশেষজ্ঞ বাঁধন সেনগুপ্ত। তাঁরা জানালেন, প্রায় তিনশো বছর ধরে খাসবাটি অঞ্চলে পুজো হয় শ্যামাসুন্দরীর। আকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামে এক কালী উপাসক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বলিদাঘাটার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরটিও গঙ্গাপাড়েই গড়ে উঠেছে। গঙ্গা থেকে পাওয়া কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি এই বিগ্রহটি। এর থেকেই এখানে কালীকাতলা নামটি চালু হয়। পুরনো স্থাপত্যের মধ্যে বারেন্দ্র গলির প্রাচীন নন্দকিশোর মন্দির বিখ্যাত।

'বাজিগর' সিনেমায় শাহরুখের সুঅভিনয়

দেবেন্দ্র সাহা

কোনো আশা ছিল না। ভাল ফুটবল খেলতেন। অভিনয় জানতেন। এটুকু বুঝেছিলেন মুম্বাইয়ের এই কঠিন জগতে বাবা-কাকা ছাড়া বাঁচা মুশকিল। আর তাই ভদ্রলোক ঠিক সেটাই করেছিলেন যেটা ছাড়া টিকে থাকা অসম্ভব। অন্যের হেলায় ফেলে দেওয়া ভূমিকায় একের পর এক অভিনয় করে গেছেন, আর নিজের একশো শতাংশ ঢেলে

দিয়েছেন তাতে। শাহরুখ খানের উত্থান এক নায়কের উত্থানের গল্প, রক্ত ঘাম ঝরানো পারফরমেন্সের গল্প, আবার একই সঙ্গে পপার টু প্রিন্সের গল্প, স্টুডিও ঘরানার শেষ মহানায়কের গল্প।

বলিউড সিনেমার ইতিহাস লেখা হলে আশির দশক এক অদ্ভুত টালমাটাল জায়গায় থাকবে। এই দশকের মাঝামাঝি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির মেন স্ট্রিম নায়করা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, তবু মেনে নিতে চাইছেন না। একের পর এক সিনেমায় কলেজ বয় সাজছেন আর ডুবাচ্ছেন। কোস্ফোর্ট জোন থেকে বেড়িয়ে আসার বিন্দুমাত্র চেষ্টাটুকু করছেন না। অন্যদিকে এই দশকে উঠে আসা তরুণ নায়করা, আমীর খান, সলমন খান, কুমার গৌরব, অনিল কাপুর-ও একেবারে ছকে বাঁধা হিরোর বাইরে বেরোচ্ছেন না। ফলতঃ গোটা বলিউড একটা আবদ্ধ কুয়োতে ঘুরপাক খাচ্ছে। যেন একটু অন্য রকম হলেই ফ্যানরা মুখ ঘুড়িয়ে নেবেন। আর এখানেই একেবারে বহিরাগত হয়ে শাহরুখের আবির্ভাব। দিল্লী থেকে আসা, সিরিয়ালে অভিনয়, In Which Annie Gives It Those Ones এর মত অন্যধারার ছবিতে অভিনয়, হাতে আসা যে কোন কাজের জন্য হাপিত্যেশ- এই সবকটাই তার বিরুদ্ধে ছিল হয়তো। আর সেই অভিশাপই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল তার জীবনে। জানতেন তার চেহারায় হিরো হতে পারবেন না। তাই অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন মনেপ্রাণে। সেই পথেই প্রায় এক দশক ধরে অস্থির প্রেম, পাগলামো আর প্রতিশোধের মুখ হয়ে উঠলেন একেবারে সাধারণ চেহারার এই ছেলেটি, যে আপনি আমি যে কেউ হতে পারে।

গোটা বাজিগর ছবিতে তার জীবনের ওয়ান পয়েন্ট অ্যাজেন্ডা। যে মদন চোপড়া তার পরিবারের দুর্দশার জন্য দায়ী, তাকে ধ্বংস করা। যেন তেন প্রকারে। মদন চোপড়ার জন্যেই তার মা আজ পাগল, বোন আর বাবা মৃত। এই ধরনের প্রতি শোধের

আরারিয়া - গলগলিয়া সেকশনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ৩ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই) ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে

আরারিয়া এবং আরারিয়া কোর্ট থেকে বিবিগঞ্জ সেকশনে ৬৭.১৮৬ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ৮২.৬৯৮ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজের কমিশনিংয়ের জন্য একটি বিধিবদ্ধ পরিদর্শন পরিচালনা করেন। পরিদর্শনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা এই সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালু করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিদর্শনের সময়, ওভার হেড ইকুইপমেন্ট (অএইছই) সেকশনিং, বন্ডিং এবং আর্থিং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সহ সমস্ত সুরক্ষা প্যারামিটারস এবং প্রযুক্তিগত মানগুলি সাবধানতার সাথে নিরীক্ষণ করা হয়েছিল। অএইছই সফলভাবে ২৫ কেভি তে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল এবং বিদ্যুৎ সংগ্রহের পরীক্ষাগুলি সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে সুগমভাবে পরিচালিত হয়েছিল। সফল পরীক্ষাগুলি এই সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনা চালু করার জন্য সিস্টেমের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করেছে। এর পূর্বে ২০২৫ সালের জুন মাসে ঠাকুরগঞ্জ-বিবিগঞ্জ বৈদ্যুতিকরণের কাজের সমাপ্তির পর এই সাফল্য এসেছে, যা কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ৪১.৪৩ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ৪৮.১৩ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) কভার করে। উভয় অংশ চালু হওয়ার সাথে সাথে, আরারিয়া থেকে গলগলিয়া পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক করিডোর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাফল্য উত্তর বিহার এবং আশেপাশের অঞ্চলে রেল যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে। নতুন বৈদ্যুতিক এই অংশটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করবে, যার মধ্যে সুগম এবং দ্রুত ট্রেন চলাচল, উন্নত শক্তি দক্ষতা, ভ্রমণ সময় হ্রাস এবং পরিচালন খরচ কমানো। এটি ডিজেলের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ের নেট জিরো কার্বন নির্গমন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে, যা আধুনিক, স্থিতিশীল এবং পরিবেশ বান্ধব রেল পরিবহনের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে নয়া মোড় - ইডির স্ক্যানারে কাঠমিস্ত্রি ও পাকিস্তানি সংযোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩ নভেম্বর ঃ জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে ফের সক্রিয় ইডি। এবার তদন্তকারীদের নজরে এক কাঠমিস্ত্রি ও তাঁর রাজমিস্ত্রি ভাই। শনিবার ভোরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ইডি-র দল পৌঁছায় নদীয়ার চাকদহের দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পড়ারি গ্রামে। সেখান থেকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাঠমিস্ত্রি, তাঁর ভাই ও তাঁদের বাবাকে আটক করে ইডি। সোমবার সকাল ৬ টা নাগাদ হানা দেন চারজন ইডি আধিকারিক। চারটি গাড়িতে করে ১২ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও ছিলেন ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে। তদন্তকারীরা ওই কাঠমিস্ত্রি বিপ্লব ও তাঁর ভাই বিপুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। খতিয়ে দেখা হয় পাসপোর্ট এবং বিভিন্ন নথি। প্রায় ৫ ঘণ্টা তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। বিপ্লব ও তাঁর ভাই বিপুলের পাসপোর্ট জাল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন আগে পাকিস্তানি নাগরিক আজাদ মল্লিক জাল পাসপোর্ট মামলায় গ্রেপ্তার হয়। তাকে জেরা করে উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার গেদে সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। সম্প্রতি নদীয়ার শিবপুর থেকে ইন্দুভূষণ হালদার নামে একজন গ্রেপ্তার হয়। জানা গেছে, পাকিস্তানি নাগরিক আজাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ রয়েছে ইন্দুভূষণের। তাঁর চাকদহে সাইবার ক্যাফে ছিল। সেখান থেকেই নাকি তৈরি হত একের পর এক জাল পাসপোর্ট। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিনশোরও বেশি জাল পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, ইন্দুভূষণ নামের এক ব্যক্তি আজাদের পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণে সহায়তা করেছিলেন। ইন্দুভূষণের সঙ্গে কাঠমিস্ত্রি বিপ্লব সরকারের যোগসূত্র রয়েছে বলে সন্দেহ। সেই সম্পর্কই খতিয়ে দেখছে ইডি। এই কারণেই বিপ্লব, তাঁর রাজমিস্ত্রি ভাই এবং বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিপ্লবের পাসপোর্ট, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি এবং মোবাইলের কললিস্ট বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখযোগ্য, এর আগেও জাল পাসপোর্ট মামলায় চাকদহে তিনবার হানা দিয়েছে ইডি। বর্তমান 'এসআইআর' আবহে পাসপোর্ট কাণ্ডে ইডির এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

এসআইআর আবহে অসুস্থ হয়ে পড়লেন কাউন্সিলর সাকির আলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রিষড়া, ৩ নভেম্বর ঃ বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলও-রা। সেই আবহেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন রিষড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাকির আলি। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী সাকিরকে

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপি বলছে, 'সব নাটক'। বাংলায় এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মতো, মঙ্গলবার থেকেই ফর্ম দেওয়া শুরু হবে। রিষড়ার তৃণমূল নেতা সাকির আলি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভর্তি করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর দাবি, তাঁর এলাকায় একটি বস্তি আছে। সেখানে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই এসআইআর- এর বিষয়ে জানতে যাচ্ছেন সাকির আলির কাছে। তাঁদের নাম আছ কি না, কাগজ ঠিক আছে কি না, তা দেখার জন্য যাচ্ছেন ওই বস্তিবাসীরা। সাকিরের দাবি, তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, তাঁদের নাম বাদ যাবে না তো? সবাইকে সে কথা বোঝাতে গিয়ে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল এই প্রসঙ্গে বলেন, সব নাটক। রিষড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শুনলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এসআইআর-এর ভয়ে। এসব নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের ১২টা রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সেখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে না। এখানে তৃণমূলের নেতা কাউন্সিলররা অসুস্থ হয়ে পড়ছে! বিজেপি নেতার আরও দাবি, সাকির আলির সঙ্গে রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের আদায়- কাঁচকলায় সম্পর্ক। তাই মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য আর কিছুটা প্রচারে আসার জন্য, এইসব নাটক করছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একাধিক মৃত্যুর কারণ হিসেবে এসআইআর আতঙ্কের কথা বলা হচ্ছে।

তিন জনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মৃত কেয়ামুদ্দিনের বাবা ও দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩ নভেম্বর ঃ মা মেহেরুন্নিসা ও বোন মারিয়ম খাতুন, মেহেজামিন খাতুনকেও আটক করা হয়েছে। একই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও শিশু সন্তান-সহ তিন জনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার মৃত কেয়ামুদ্দিনের বাবা ও দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করল ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কেয়ামুদ্দিনের শ্বশুর মেহবুব আলমের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে ও মৃতের বাবা আব্দুল কাদির ও দুই ভাই মহম্মদ কুতুবুদ্দিন ও মহম্মদ কাযুমকে গ্রেপ্তার করে। এ দিন মৃত কেয়ামুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মমতাজ পারভিন ও কন্যা আফসার দেহের ময়নাতদন্ত হয় চুঁচু।। ইমামবা।। হাসপাতালে। মৃতের শ্বশুর মেহবুব আলমকে দেহগুলি হস্তান্তর করা হয়। এ দিন মেহবুব আলম বলেন, 'মৃত্যুর আগে মৃত কেয়ামুদ্দিনের ঘরের দেওয়ালে যে কয়েক জনের নাম লেখা ছিল, সেই নামগুলি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের লেখা। তাই, যাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তারা ছাড়াও বাইরেও অনেকে আছে। অস্বাভাবিক মৃত্যু আসলে খুন না আত্মহত্যা, সেটা পুলিশ নিশ্চিত করুক।' শনিবার সকালে চাঁপদানির অ্যাঙ্গাসের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বাড়ির কর্তা কেয়ামুদ্দিন (৪৪), তাঁর স্ত্রী মুমতাজ পারভিন (৩০) ও তাঁদের শিশুকন্যা আফসার (১০) দেহ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান ছিল, কেয়ামুদ্দিন নিজের হাতে রাতেই স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে বিষ খাইয়ে দিয়ে নিজে আত্মঘাতী হন। সম্পত্তির ভাগ নিয়ে কেয়ামুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বাবা আব্দুল কাদির ও তিন বোনের সঙ্গে নিত্য অশান্তি লেগেই ছিল। বাজারে অনেক ধারদেনাও ছিল কেয়ামুদ্দিনের। মাস ছয়েক আগে কেয়ামুদ্দিন তার বাবা কে জমি বিক্রির কথা বলেন। বাবা রাজি হননি। উল্টে ছেলে কেয়ামুদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন আব্দুল কাদির। ওই ঘটনায় বাবা ও ছেলের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হয়। এ ছাড়া, পরিবারকে গোপন করে ২০১৯-এ দ্বিতীয় বিয়ে করেন কেয়ামুদ্দিন। সেটাও জানাজানি হয় সম্প্রতি।

ঝাড়গ্রামে দুই শিল্প সংস্থাকে ১৪৯.৬৪ একর জমি দিল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য সোমবার দুই শিল্প সংস্থাকে জমি দিল রাজ্য সরকার। ঝাড়গ্রাম জেলায় এদিন মোট ১৪৯.৬৪ একর জমি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে এদিন বৈঠক হয়। পরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, সুখনিবাসা ও ঘাগরাশোল মৌজার মধ্যে এই জমি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের কাছে ওই জমিটি ছিল। আগ্রহীদের তরফেও শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদন জমা পড়ে। চন্দ্রিমা আরও বলেন, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন দ্য ক্যাবিনেট অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট-এর কাছে এক প্রস্তাব জমা পড়েছিল। সেই সূত্রে আগ্রহী দুই শিল্পসংস্থাকে ক্যাপ্টেন ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড ওই জমিতে শিল্প গড়ে তোলার জন্য সম্মতি দেওয়া হল। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া জমিতে সুনির্দিষ্ট জমিতে গাইডলাইন মেনেই কাজ করতে হবে।

রেলওয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মহাপরিচালক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র সোমবার, ০৩.১১.২০২৫ (সোমবার) কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব রেল এবং মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন চিকিৎসা কর্মকর্তারা।

মধ্যমগ্রাম ট্রলি কাণ্ডে মা ও মেয়ের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মধ্যমগ্রাম, ৩ নভেম্বর ঃ মধ্যমগ্রামে ট্রলি ব্যাগে করে খুনের পর মৃতদেহ পাচারের ঘটনায় সাড়ে ৮ মাসের মধ্যে মা ও মেয়েকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর সাজা শোনালো বারাসত আদালত। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামের খুনের ঘটনায় আরতী ঘোষ ও তার মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষকে নিয়ে আসা হয় সোমবার বারাসাত আদালতে। সমস্ত প্রমাণ সহ্য মধ্যমগ্রামে ট্রলি ব্যাগে করে খুনের পর মৃতদেহ পাচারের ঘটনায় এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর সাজা শোনাল বারাসাত আদালত। খুনের মামলায় যাবজ্জীবন জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস আরো অতিরিক্ত কারাবাস। এছাড়াও ২৩৮৩ বিএনএস তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য সাত বছরের জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রথম সাত বছর অর্থাৎ তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য যে সাত বছরের জেল দেওয়া হয়েছে সেটা থাকতেই হবে । তারপর যাবজ্জীবনের শাস্তি শুরু হবে। ডিফেন্স আইনজীবী তারক চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, এই বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে আবেদন জানাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ওই খুনের ঘটনার পর মা ও মেয়েকে ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য পুলিশ নিয়ে যায়। সেখানে আরতী ঘোষ নিজেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন খুনের পর সে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র জলে ফেলেছিল। যে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেই মহিলার পোশাক কোথায় ফেলেছিল তাও দেখিয়ে দেন ফাল্গুনী। আনা হয় ডুবুরি। উদ্ধার হয় খুনে ব্যবহৃত বঁটি। তবে ডুবুরির কাছে স্থানীয় এক বাসিন্দা শিলা বসু আবদার করেন আমার সোনার এবং রুপোর দুটি আংটি এই পুকুরের জলে হারিয়ে গিয়েছিল। একটু খুঁজে দেবেন প্লিজ। কিছুটা অবাক হয়ে যায়, ফাল্গুনীর সঙ্গে থাকা পুলিশ অফিসার ও ডুবুরি। পরে যদিও বিনা বাক্য ব্যয় সকলে ঘটনাস্থল ছাড়েন। এদিকে ডুবুরি শীলাদেবীর আংটি খুঁজে না দাওয়ায় আশাহত হয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনি বলেন, কালী পূজার সময় তিনি ওই আংটি পুরোহিতকে দিয়েছিলেন। পুরোহিত ভুল করে পুজোয় ব্যবহৃত ঘটে রেখে দিয়েছিল। পরবর্তীতে পূজো শেষে ঘট বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুরে। সেই সময় ঘটের সঙ্গে রুপো এবং সোনার আংটি ও পুকুরের জলে হারিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর মেলেনি সেই দামি গয়নাগুলি। ফলে ট্রলি কাণ্ডে পুকুরে ডুবুরি নামার খবর পেতেই ছুটে আসেন শীলা দেবী। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার হয়ে গেলেও সেই গয়না অবশ্য উদ্ধার হয়নি। পুলিশকর্মীরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলে আশাহত হয়ে বাড়ি ফিরে যান শিলা দেবী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন গয়না তো আর পেলাম না দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করি গিয়ে। মঙ্গলবার পিসি শাশুড়িকে খুনে অভিযুক্ত ফাল্গুনী ঘোষের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করতে মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লির এলাকার পুকুরে নামে ডুবুরি। মা ও মেয়েকে নিয়ে আসা হয় সেখানে। এদিকে ওই পুকুরের জলে ডুবুরি নামতেই এদিক ওদিক থেকে নানা ধরনের অনুরোধ ভেসে আসতে থাকে প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে। কেউ বলেন ওই পুকুরের জলে তার মূল্যবান আংটি হারিয়ে গেছে কেউ আবার বলেন, অন্য কিছু। পুলিশ কর্মীরা ও ডুবুরি ১৫ মিনিটের মধ্যে অস্ত্র উদ্ধার করে ওই স্পট ছেড়ে চলে যায়। সমস্ত উৎকণ্ঠার যবনিকা ঘটে। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া জানান ঘটনার তদন্তের ভার কলকাতা পুলিশের হাত থেকে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর হবার পর এক এক করে কিছু তদন্তে উঠে আসে। ২৫ মে প্রথম চার্জশিট জমা হয় আদালতে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত সাক্ষী সবুদ সম্পন্ন করা হয়। প্রায় ৩২ জন সাক্ষী দেন এই মামলায়। ট্রায়াল মনিটরিং নিয়মিত করা হয়েছে তাই এই দ্রুত সাফল্য।

ধর্ষণে অভিযুক্ত কাউন্সিলরের গ্রেফতারের দাবিতে পোস্টার

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৩ নভেম্বর ঃ ধর্ষক কাউন্সিলর হটাও। অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। এই দাবিতে নাগরিক মঞ্চের নামে পোস্টার পড়ল বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এমন পোস্টারে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। সোমবার সকালে ওয়ার্ডের বিভিন্ন দেওয়ালে সাদা কাগজে এমনই পোস্টারের দেখা মিলেছে। প্রসঙ্গত, গত ৩০ অক্টোবর বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের ২ বারের নির্বাচিত কাউন্সিলর তথা শহর তৃণমূল কমিটির সহ সভাপতি প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কুর বিরুদ্ধে রামপুরহাট থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। সেই অভিযোগের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে দলের সমস্ত পদ থেকে তাকে অপসারন করে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ঘটনার পর পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হচ্ছেন অভিযুক্ত কাউন্সিলর। এমনকি মোবাইল ফোনে এবং সমাজ মাধ্যমে সর্বদা সচল রয়েছেন তিনি। তরুণীর অভিযোগ, দল তাকে বহিস্কার করলেও একটা অংশ গ্রেফতার না করার জন্য পুলিশকে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে না। আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব। এদিকে সোমবার অভিযুক্ত কাউন্সিলরের নির্বাচিত ওয়ার্ডেই একাধিক এলাকায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পোষ্টার পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, এটা হবে আমরা জানতাম। সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে তৃণমূল কাগজ কলমে ওকে বহিস্কার করেছে। কিন্তু এখনও তৃণমূলের ছত্রছায়ায় আছে ওই অভিযুক্ত কাউন্সিলর। অথচ সাধারণ মানুষ হলে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ জেলে পুড়ত। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়ব। দু এক দিনের মধ্যে গ্রেফতার না করলে থানার সামনে ধর্ণায় বসব। দেখবে পুলিশ কতটা আড়াল করতে পারে।

পর্যটকদের স্বাগত জানাতে খুলে গেল সান্দাকফুর রাস্তা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৩ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় জারি হয়েছিল লাল সতর্কতা, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সান্দাকফু। তবে আবহাওয়া অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে পাহাড়ে। দার্জিলিংয়ের আকাশ থেকে সরে গিয়েছে নিম্নচাপের মেঘ। ফলে পর্যটকদের জন্য ফের খুলে দেওয়া হয়েছে সান্দাকফু। রবিবার থেকেই দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি থেকে মানেভঞ্জন হয়ে সান্দাকফু যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। বালাসন নদীর জলস্তর ও স্রোত বেড়ে যাওয়ায় দুধিয়ার বিকল্প সেতুটি বন্ধ ছিল, সেটিও ফের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিলিগুড়ি থেকে মিরিকগামী পর্যটক ও স্থানীয়দের আর বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে না। অক্টোবরের শুরুতেই নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টি ও হড়পা বানে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বিপর্যয় নামে। দার্জিলিংয়ের একাধিক এলাকা ধসে বিধ্বস্ত হয়। মিরিকে ধসে একাধিক মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। বহু এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করে দার্জিলিংয়ের জনজীবন। তবে সদ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশে আঘাত করে। সেই ঘূর্ণিঝড় পরে নিম্নচাপে পরিণত হয়। তার প্রভাব ফের পড়ে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। দার্জিলিংয়ের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়। নদীগুলিতেও জলস্তর বা। লাল সতর্কতা জারি করা হয় পাহা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্যটকরা যাতে বিপদে না পড়েন, সেই কারণে সাঃ দাকফু যাওয়ার রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন। নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটকদেরও নিচে নামিয়ে আনা হয়। তবে গতকাল, শনিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি শুরু হয়। ফের খুলে দেওয়া হয়েছে সান্দাকফুর পথ।

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
eTender NIT_No:1436/SGPII/APAS/25-26, Dated: 30.10.25

For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for the total 17 (Seventeen) Nos. different works. Last date of download of document **up to 10.11.2025 at 03.00 PM.** Bid Submission end date: **10.11.2025 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **12.11.2025 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭০৯-এর টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৩৩ ও ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৭৭, পূর্বে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, এর সাথে সম্পর্কিত সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি, যেখানে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭.১১.২০২৫, দুপুর ৩টার পরিবর্তে ২০.১১.২০২৫, দুপুর ৩টা হিসাবে পড়তে হবে। অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। HWH-370/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১২:০০ টায়: **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসটি-ওটি-এসপিএল-টেলি-সিএনএল-২৪-২৫ তারিখ ৩১.১০.২০২৫; কাজের বর্ণনা:** খড়গপুর ডিভিশনে এসএসই/টি/সিএনএল/কেজিপি -এর এখতিয়ারাধীন দুই (০২) বছরের জন্য টেলিকম কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান সিস্টেমে সংযোজন ও পরিবর্তন, বিশেষ মেরামত কাজ, সাধারণ মেরামত কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,০৭,৭৪,১১৩.৪৪; **ইএমডি:** ₹ ১,০৩,৯০০.০০; **টেন্ডার মূল্য:** শূন্য; **জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়:** ২৫/১১/২০২৫ তারিখের ১২ টা পর্যন্ত; **খোলার তারিখ:** ২৫/১১/২০২৫; **সমাপ্তির সময়কাল:** ২৪ মাস; আগ্রহী দরপত্রদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-792)**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মনিকা দাস, স্বামী জয়দেব দাস সাং- উত্তর পোদড়া (নতুন পল্লী তালতলা), থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২২.০৬.২০১১ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০২৭৪৩ নং এবং ইংরাজী- ০২.০৫.২০১২ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১৯০৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বংশীধর টকাল, পিতা মৃত খাঁদু ওরফে ধীরেন্দ্র নাথ টকাল দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন সারেঙ্গা মৌজায় জে. এল. ১৫ নং ভুক্ত, এল. আর. ১৫৭৮ নং খতিয়ানে এল. আর.-১৪৬০ নং দাগে শালি মোট ০৪ কাঠা ০৪ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০১০ সালে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০১৩১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে ১। শ্রীকান্ত মন্ডল, পিতা গোবিন্দ মন্ডল, সাং- মানিকপুর, ২। গোপাল নস্কর পিতা বিশ্বনাথ নস্কর, সাং- সারেঙ্গা, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Office of The B.D.O & Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender is hereby invited by the undersigned for 21 nos Rural Roads under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-24(21)/2025-26, Dated: 03.11.2025. i)** Bid submission start date: **04/11/2025 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **22/11/2025 at 13:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
South 24 Parganas
&
Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMPS/EO/3946/NIT-124/25-26 Dt. 13.10.2025 for **Sl. no. 1** to 15 for different schemes at **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

**Name of Work - Sl. no. 1 to

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

অ্যালোভেরা ফেসপ্যাকে ৫ মিনিটে জেল্লা ফিরবে ত্বকে

ঘোরার প্ল্যান করেছেন, কিন্তু রূপচর্চার সময় নেই হাতে? কুছ পরোয়া নেহি! বিউটি স্যালোঁ বাদ দিয়ে বরং সহজ উপায়ে বাড়িতেই তৈরি করুন ম্যাজিক্যাল ফেসপ্যাক। কী করবেন? অ্যালোভেরা জেলে পাঁচ মিনিটেই হবে কেল্লাফতে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন? ঝটপট জেনে নিন তাহলে। ঠান্ডা অ্যালোভেরা জেল নিন দু' চামচ। সঙ্গে এক চামচ অলিভ ওয়েল, এক চামচ গ্লিসারিন ও দুটো ভিটামিন ই ক্যাপসুল। ভালো করে মিশিয়ে নিন এবার। তার পর মিশ্রণটি মুখে মেখে, বেশ কিছুক্ষণ মাসাজ করুন। এই প্যাক লাগানোর আগে ফেসওয়াশ দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে নেবেন।

অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে মুখে ভালো

করে মাসাজ করুন। কিছুক্ষণ রেখে দিন। তার পর উষ্ণ জলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে মুখ মুছে নিন। বের হওয়ার আগে এই পদ্ধতি ট্রাই করতে পারেন। দেখবেন পাঁচ মিনিটেই ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। এছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে। অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ গোলাপ জল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটিকে মুখে, পিঠে, গলায় ভালো করে মাখুন। শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। দেখবেন ত্বকে জেল্লা ফিরেছে। আর যদি ভালো রেজাল্ট পেতে চান, তাহলে সামনেই শীতকাল। রোজ রাতে শোয়ার সময় এই মিশ্রণ ব্যবহার করলে ঝকঝকে

চুলের যত্নে লেমনগ্রাসের উপকার জানেন? ভুলে যাবেন কেমিক্যালে ভরা শ্যাম্পু

রূপচর্চায় কোনও ত্রুটি না রাখতে পার্লার থেকে শুরু করে ঘরোয়া টোটকা সবেতেই কমবেশি ভরসা রাখেন অনেকেই। অনেকেই এক্ষেত্রে বেছে নেন ভেষজ নানা উপাদান। এক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন লেমনগ্রাস। মনে রাখবেন লেমনগ্রাস দিয়ে বানানো চা যেমন আপনার মন-মেজাজ চাঙ্গা করে দেয় তেমনই ভালো রাখে চুলের স্বাস্থ্য। কীভাবে জেনে নিন।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লেমনগ্রাসে রয়েছে এমন কিছু উপাদান যা আপনার চুলের স্বাস্থ্য উন্নত রাখে। খুশকি নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয় চুল পা।র সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি স্ক্যাল্পে রক্তচলাচলেও সাহায্য করে।

লেমনগ্রাসে থাকা আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ইত্যাদি উপাদান রয়েছে ফোলেটে। লেমনগ্রাস চুলে

পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখতে সাহায্য করে। লেমনগ্রাসে থাকা রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক যা স্ক্যাল্পে যে কোনও ছত্রাকঘটিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রথমে একটি পাত্রে জল গরম করে নিয়ে তাতে বেশ কয়েকটি লেমনগ্রাসের পাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ওই পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। এরপর ছেঁকে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা রোজমেরি ওয়েল দিয়ে মিশিয়ে নিন। চাইলে এতে অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারেন। শ্যাম্পু করার পর চুল ধুয়ে নিয়ে এরপর লেমনগ্রাসের জল দিয়ে চুলটা ধুয়ে নিয়ে মাথায় ম্যাসাজ করে নিন।

ঢাল হয়ে দাঁড়ান আততায়ীর সামনে! লন্ডনে ট্রেন হামলায় অনেককে বাঁচিয়ে মৃত্যুশয্যায় রেলকর্মী

৩ নভেম্বর ঃ একেই বোধহয় বলে প্রকৃত কর্তব্যবোধ। ছুরি হাতে উন্মত্ত আততায়ী তখন তেড়ে আসছিল যাত্রীদের দিকে। এলোপাথাড়ি কোপে একে একে সকলকে আঘাত করতে থাকে। তাকে আটকে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাতে ঢাল হয়ে ওই প্রাণঘাতী ছুরির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এক রেলকর্মী। তার মাশুল গুনতে হল তাঁকে। ছুরির কোপে গুরুতর আহত হয়ে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি। শনিবার রাতে

লন্ডনের ট্রেনে হামলার ঘটনায় ' তকমা পাওয়া ওই রেলকর্মীর কথা জানিয়েছে লন্ডন নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন সবাই।

ঘটনা শনিবার রাতের। ডনকাস্টার থেকে লন্ডন কিংস ক্রস যাচ্ছিল যাত্রীবাহী একটি ট্রেন। কেমব্রিজশায়ারের কাছে ট্রেনের ভিতর আচমকা ছুরি নিয়ে হামলা চালায় দুই আততায়ী। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত হয়ে ট্রেনের ভিতরেই পড়ে যান একাধিক যাত্রী। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় গোটা ট্রেনে। হামলার খবর পেয়ে ট্রেনটিকে হান্টিংডন স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রাতের দিকে ৫ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গুরুতর জখম হয়ে চিকিৎসাধীন বছর বত্রিশের এক রেলকর্মী। এই হামলার ঘটনায় তিনিই ' তাঁর নাম প্রকাশ্যে না আনলেও অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে জানিয়েছেন লন্ডন নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ের কর্তারা। জানা গিয়েছে, উন্মত্ত আততায়ীকে বাধা দিতে তার ছুরির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান ওই রেলকর্মী। যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাতে তিনি নিজে ছুরির সামনে কার্যত বুক পেতে দেন। যার ফলস্বরূপ এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ওই কর্মীর সাহসিকতার ছবিটা দেখা গিয়েছে। বিটিপি-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, সিসিটিভিতে আমরা সবটাই দেখেছি। আততায়ীকে রুখতে ওই রেলকর্মীর ভূমিকা দেখতে পেয়েছি। তিনি একেবারে হিরোর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে যাত্রীদের বাঁচিয়েছেন। এই ভূমিকা কুর্নিশযোগ্য, কোনও সন্দেহ নেই।

৭ অভ্যেসে বুড়িয়ে যাচ্ছে ত্বককরবেন?

মুখ যেন নিষ্প্রাণ। চোখের তলায় কালি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন নিজের মনেই প্রশ্ন, কেন এত ক্লান্ত? তার উত্তর রয়েছে আপনার কাছেই। কারণ, রোজকার কয়েকটি বদভ্যাসেই বুড়িয়ে যাচ্ছে ত্বক। মাঝরাত পর্যন্ত মোবাইল স্ক্রল। ভোর হতেই না হতেই অ্যার্লামের তাড়নায় ঘুম থেকে উঠে পড়া। দীর্ঘদিনের এই অভ্যাসের ফলে সময়ের আগেই বুড়িয়ে যেতে পারে ত্বক। তাই মোবাইল দূরে সরিয়ে রেখে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমোন। তাতেই সু ঃদর হয়ে উঠবে ত্বক।

বাড়িতে থাকুন বা বাইরে সানস্ক্রিনকে অভ্যাসে পরিণত করুন। তাতেই ত্বক হয়ে উঠবে আরও সু ঃদর। অল্প বয়সে ত্বক বুড়িয়ে যাওয়া রুখতে এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

বেশি মিষ্টি এবং প্রসেসড খাবার খাবেন না। তাতেও ত্বক বুড়িয়ে যাওয়ার সমস্যা বাড়তে পারে। তাই খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ফল, বাদাম জাতীয় খাবার রাখুন।

জল খেতে ভুলে যান? এই বদভ্যাস ত্যাগ না করলে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া রুখতে পারবেন না। তাই বেশি করে জল খান। নইলে সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।

একটানা বসে বসে মোবাইল স্ক্রলের ফলেও ত্বক অসময়ে বুড়িয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত বিশ্রাম ভুলে প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করুন। কমপক্ষে ১০ মিনিট যোগচর্চা করুন।

সারাদিন মানসিক অবসাদে ভুগবেন না। তার কুপ্রভাব ত্বকের ঔজ্জ্বল্য কেড়ে নিতে পারে। মানসিক অবসাদ থেকে রেহাই পেতে কাজের ফাঁকে নিজেকে সময় দিন। হাঁটাচলা করুন। জোরে জোরে শ্বাস নিন। নইলে বিপদে পড়তে পারেন।

অতিরিক্ত ত্বকচর্চার সামগ্রী ব্যবহার করবেন না।

Name Change

I, Abdul Jabbar Sk (Old name) S/o- Arman Mondal, Resident at, Vill- Shimuldanga Po-Gudhia, Ps &, Dist- Murshidabad, 742302, I have changed my name to Abdul Jabbar Mondal (New name) I shall be known as Abdul Jabbar Mondal vide affidavit before the Judicial Magistrate at Lalbagh on 22/09/2025 Abdul Jabbar Sk and Abdul Jabbar Mondal same and one identical person

Name Change

I, Ramiz Shaikh (Old Name) S/O– Sk Matiur Rahaman resident of Bidhansarani , PO-Dhuliyan , PS-Samserganj , Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Ramiz Shaikh to Ramij Sk and henceforth I shall be known as Ramij Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Ramij Sk & Ramiz Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurnahar Choudhury (Old Name) W/O–Swapan Chowdhury resident of Vill – Domkal Maheshyapara , Po- Domkal , Ps- Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Nurnahar Choudhury to Nurnahar Chowdhury and henceforth I shall be known as Nurnahar Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Nurnahar Chowdhury & Nurnahar Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Kumar Chowdhury, my father's (Old Name) Ramsukh Choudhury resident of Vill- domkal Maheshya para , Po-Domkal , Ps- Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742303 do hereby declared that I have changed my father's name from Ramsukh Choudhury to Ramsuk Chowdhury and henceforth my father' s name shall be known as Ramsuk Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My father' s name Ramsuk Chowdhury & Ramsukh Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Kumar Choudhury (Old Name) S/O– Ramsuk Chowdhury resident of Vill- domkal Maheshya para , Po-Domkal , Ps- Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742303 do hereby declared that I have changed my name from Swapan Kumar Choudhury to Swapan Chowdhury and henceforth I shall be known as Swapan Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Swapan Chowdhury & Swapan Kumar Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Subhadra Choudhury (Old Name) W/O–Ramsuk Chowdhury resident of Vill- domkal Maheshya para , Po-Domkal , Ps- Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742303 do hereby declared that I have changed my name from Subhadra Choudhury to Subhadra Chowdhury and henceforth I shall be known as Subhadra Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Subhadra Chowdhury & Subhadra Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Hafizuddin Mondal (Old Name) S/O– Ramjan Ali Mondal resident of Jayrampur Mondalpara , PO-Jangipur , PS-Raghunathganj , Murshidabad , West Bengal, Pin- 742213 do hereby declared that I have changed my name from Hafizuddin Mondal to Hafijuddin Mondal and henceforth I shall be known as Hafijuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/11/2025. My name Hafijuddin Mondal & Hafizuddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Asoke Kumar Deb (Old Name) S/O– Dakshina Ranjan Deb resident 37/5/A Nirupama Debi Road , PO-Berhampore , PS-Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Asoke Kumar Deb to Ashoke Kumar Deb and henceforth I shall be known as Ashoke Kumar Deb (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My name Ashoke Kumar Deb & Asoke Kumar Deb both are same and one identical person.

Name Change

I, Anowara Begam, (Old Name) W/O– Sajahan Ali resident of Vill-Bhakuri , Po-Balarampur Colony , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Anowara Begam to Anwara Begum and henceforth I shall be known as Anwara Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 24/09/2025. My name Anwara Begum & Anowara Begam both are same and one identical person.

Name Change

I, Anowara Begum, (Old Name) W/O– Sajahan Ali resident of Vill-Bhakuri , Po-Balarampur Colony , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Anowara Begum to Anwara Begum and henceforth I shall be known as Anwara Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 24/09/2025. My name Anwara Begum & Anowara Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, Amrito Mandal (Old Name) S/O– Late Ajit Kumar Mandal resident of 95/22/1 Dayanagar road , Po-Cossimbazar raj , Ps- Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Amrito Mandal to Amrita Kumar Mandal and henceforth I shall be known as Amrita Kumar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/11/2025. My name Amrita Kumar Mandal & Amrito Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Afjil Mondal (Old Name) S/O– Baksh Mondal resident at Vill & PO- Binodnagar , PS- Tehatta, Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Afjil Mondal to Abjel Mondal and henceforth I shall be known as Abjel Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Abjel Mondal & Afjil Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Najmin Khatun my father's (Old Name) Late Washim Hossain S/O–Md Tofazzal Hossain resident of Sikdarpur , Lohapur , Ps- Samserganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my father's name from Late Washim Hossain to Md Washim Hossain and henceforth my father's name shall be known as Md Washim Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My father's name Md Washim Hossain & Late Washim Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahammad Kamrul Hasan (Old Name) S/O–Md Ali resident of Vill & Po-Khargram , PS-Khargram , Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Mahammad Kamrul Hasan to Md Kamrul Hasan and henceforth I shall be known as Md Kamrul Hasan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Md Kamrul Hasan & Mahammad Kamrul Hasan both are same and one identical person.

Name Change

I, Mairuddin Sk S/O -Sultan Sk resident of Vill.- Palsa, P.O.- Goroa, P.S. Nabagram, Dist.- Murshidabad , West Bengal, Pin-742184. That my original name is Mairuddin Sk, which is written and recorded in my Aadhaar Card, Vide No. 6827 8166 6979, Voter Id Card, Vide No. SAF2306272. That my name has been wrongly written and recorded in Voter List of 2002, Vide Sl No.-555, Voter Id No. WB/08/057/141485 as Khairuddin Sk . My name Mairuddin Sk and Khairuddin Sk is the same and one identical person declared by In the Court of Ld. J.M. (1st Class)/J.M.(Addl.)/S.D.E.M. at Berhampore, Murshidabad dated on 24/09/2025

Name Change

I, Khaled Ahamed (Old Name) S/O– Late- Kamal Mohammad Abdullah resident of Vill-10 Cossimbazar Road , Po- Cossimbazar Raj, Ps-Berhampore , Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Khaled Ahamed to Khaled Ahmed and henceforth I shall be known as Khaled Ahmed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Khaled Ahmed & Khaled Ahamed both are same and one identical person.

Name Change

I, Imdadul Islam (Old Name) S/O– Janmahammad Mandal resident Khayramari Ghosh ,Khayramari, Jalangi Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Imdadul Islam to Imdadul Islam Mandal and henceforth I shall be known as Imdadul Islam Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Imdadul Islam Mandal & Imdadul Islam both are same and one identical person.

পাঞ্জাবে সংবাদপত্র বিতরণে ব্যাঘাতের কারণে আইএনএস গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর ঃ পাঞ্জাবে সংবাদপত্র বিতরণে ব্যাঘাতের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদপত্র সমিতি (আইএনএস) গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পুলিশের নিবিড় তল্লাশি এবং কয়েক ঘন্টা ধরে যানবাহন আটকে রাখার ফলে সৃষ্ট এই ব্যাঘাতের ফলে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব ঘটে এবং কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকরা তাদের দৈনিক সংবাদপত্র পেতে ব্যর্থ হন। যদিও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অভিযান রাজ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ, সোসাইটি জোর দিয়ে বলেছে যে এই ধরনের পদক্ষেপ সংবাদপত্র বিতরণে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয় কারণ পাঠকদের দৈনিক সংবাদ আপডেটের অ্যাক্সেস প্রেস স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের তথ্য অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যজুড়ে সংবাদপত্র বিতরণকারী যানবাহনের মসৃণ এবং অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং এই ধরনের ব্যাঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পাঞ্জাব সরকারকে সমস্ত ফিল্ড কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

গোরখপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গোরখপুর অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ৩ নভেম্বরঃ যাত্রীদের তীব্র ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে, রেল প্রশাসন, চাহিদা অনুসারে, ৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর থেকে এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে এক ট্রিপের জন্য ০৫৫৯১ / ০৫৫৯২ গোরখপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গোরখপুর অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নরূপ পরিচালনা করবে।০৫৫৯১ গোরখপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাস অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর থেকে ১৮.০০ টায় ছেড়ে যাবে, খলিলাবাদ থেকে ১৮.৪০ টায়, বাস্তি থেকে ১৯.২২ টায়, গোন্ডা থেকে ২০.৩০ টায়, বুধওয়াল থেকে ২২.০৭ টায়, সীতাপুর থেকে ২৩.৫৫ টায়, পরের দিন শাহজাহানপুর থেকে ০১.২৭ টায়, বেরেলি থেকে ০২.৫০ টায়, মোরাদাবাদ থেকে ০৪.৩০ টায় এবং গাজিয়াবাদ থেকে ০৬.৫০ টায় ছেড়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাসে পৌঁছাবে এবং ৭.৩০ টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৫৯২ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গোরখপুর অসংরক্ষিত পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আননন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে সকাল ১০,০০ টায়, গাজিয়াবাদ সকাল ১০,৩২ টায়, মোরাদাবাদ দুপুর ১,০০ টায়, বেরেলি দুপুর ১,৪৭ টায়, শাহজাহানপুর বিকেল ৪,১০ টায়, সীতাপুর বিকেল ৫,৫০ টায়, বুড়ওয়াল বিকেল ৭,৩২ টায়, গোন্ডা রাত ২১,১০ টায়, বাস্তি রাত ২২,২২ টায় এবং খলিলাবাদ রাত ২২,৫৭ টায় ছেড়ে গোরখপুরে দুপুর ২৩,৪৫ টায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনটিতে মোট ১৫টি অসংরক্ষিত কোচ থাকবে, যার মধ্যে দুটি SLRD কোচ এবং ১৩টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীস্লিপার ক্লাস।

বাংলার ভোটারদের ভোটের অধিকার রক্ষার্থে বি এল টু দের প্রশিক্ষন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে এস আই আর। চূড়ান্ত প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের। আর এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বাংলার ভোটারদের ভোটের অধিকার রক্ষার্থে প্রতিটা বিধানসভার বিধায়কদের নেতৃত্বে বি এল টু দের নিয়ে প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর সেই মতো সোমবার জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর বিধানসভার এস আই আর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল বি এল এ টু দের কে নিয়ে। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামীম আহমেদ ঢালী, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জেলা তৃনমূল জয়হিঃদ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর,জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কর্ণকান্তি হালদার, তাপস বিশ্বাস, হাসান লস্কর, চন্দন চ্যাটার্জী, মোনাজাত খান সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,বাংলার ভোটারদের ভোটাধিকার রক্ষার্থে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ল।ই করে চলেছে। আর তাদের সৈনিক হিসেবে এদিন বি এল টুরা কিভাবে কাজ করবে,সজাগ থেকে কিভাবে বাংলার ভোটারদের রক্ষা করবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। এদিনের এই শিবিরে জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার বি এল টুরা উপস্থিত ছিলেন।

Name Change

I, MAHIDUL ISLAM(old name) residing at Khejurtala, Giria Raghunathganj, Dist-Murshidabad, Pin-742230 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAHIDUL ISLAM to MOHIDUL ISLAM and henceforth I shall be known as MOHIDUL ISLAM(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. MAHIDUL ISLAM and MOHIDUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change

I, BADNUR(old name) residing at Raninagar Raninagar, Pukuria, Dist-Malda, Pin-732102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BADNUR to BADNUR BIBI and henceforth I shall be known as BADNUR BIBI(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. BADNUR and BADNUR BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, REHANA BIBI (Old Name) W/O RAHAMAT ALI SARDAR Residing at Vill & P.O.-Gokulpur, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RAHANA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. REHANA BIBI (Old Name) and RAHANA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MD MONIRUL ISLAM GAZI (Old Name) S/O ABUL HOSSAIN GAZI Residing at Vill & P.O.-Gokulpur, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MANIRUL GAZI (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat, North 24 Parganas vide affidavit No 6253/24 Dated 29-02-2024. MD MONIRUL ISLAM GAZI (Old Name) and MANIRUL GAZI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mita Bhattacharya (old name) wife of Pradip Bhattacharya, residing at 132, Satin Sen Road, Ambikapur, P.O – Natagarh, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700113, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mita Bhattarcharjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/11/2025. Mita Bhattacharya (old name) and Mita Bhattacharjee (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Projit Bhattacharya (old name) son of Pradip Bhattacharya, residing at 132, Satin Sen Road, Ambikapur, P.O – Natagarh, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700113, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Projit Bhattacharje (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/11/2025. Projit Bhattacharya (old name) and Projit Bhattacharje (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I,MOHAMMAD SAMSUL HAQUE(old name) S/O -LATE MD MUSTAKIM residing at VILL NURPUR MANDALPARA PO- NURPUR PS-MANIKCHAK DIST-MALDA PIN-732123. West Bengal,do hereby declare that I have changed My name from (old name) MOHAMMAD SAMSUL HAQUE to (new name) SAMSUL HOQUE and henceforth, I shall be known as (new name) SAMSUL HOQUE in all purpose,vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 03/11/2025. (new name)SAMSUL HOQUE & MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I,SOMA GOSWAMI (old name) W/O - MITHUN GOSWAMI , residing at PAKURIYA PO- CHALTIA , PS BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742407. West Bengal, do hereby declare that I,have changed my nameSOMA GOSWAMI (old name)to SOMA DAS (new name) and henceforth I shall be known as SOMA DAS(new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Domkal court dated on 01/11/2025. SOMA DAS(New name) & SOMA GOSWAMI (old name) both name are same and one identical Person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change

I, TUMPA RAY (Old Name) D/O ABHIMANYA ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TUMPA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 24-10-2025. TUMPA RAY (Old Name) and TUMPA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, AVIMANNA ROY (Old Name) S/O RADHESHYAM ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABHIMANYA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 24-10-2025. AVIMANNA ROY (Old Name) and ABHIMANYA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KHITISH KR BARAI and KHITISH KUMAR BARAI S/O BHUPENDRANATH BARAI Residing at Vill & P.O.-Bairampur, P.S.-Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KHITISH BARAI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 24-10-2025. KHITISH KR BARAI and KHITISH KUMAR BARAI and KHITISH BARAI both are same and identical person.

Name Change

I, SUMITRA SARKAR W/O KAMALENDU SARKAR Residing at U-36, Baishnabghata Patuli Township, P.O.- Panchasayar, P.S.-Patuli, District - Kolkata, Pin - 700094, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUMITRA SARKAR BAIDYA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 15, Dated 01-11-2025. SUMITRA SARKAR and SUMITRA SARKAR BAIDYA both are same and identical person.

Name Change

I, FIROJA KHATOON (Old Name) D/O ABDUL GAFFAR SARDAR Residing at P 42 Motijheel Avenue, Block C, Flat 4D, P.S.-Dumdum, District - North 24 Parganas, Pin - 700074, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FIROZA KHATOON (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 5995 Dated 22-09-2025. FIROJA KHATOON (Old Name) and FIROZA KHATOON (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, TAPAN KUMAR MAITY (Old Name) S/O RAJNIKANTA MAITY Residing at 5 Gorge Road Naihati, District - North 24 Parganas, Pin - 743165, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TAPAN MAITY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 3, Dated 24-10-2025. TAPAN KUMAR MAITY (Old Name) and TAPAN MAITY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sarina Faruki (Old Name) W/o Md Khalid Hasan Residing at At Masjid Bari Lane Near Bottle Masjid Asansol, P.s - Asansol (South), District - Paschim Barddhaman, Pin - 713301, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sharina Faruki (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 03-11-2025. Sarina Faruki (Old Name) and Sharina Faruki (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sayantika Bairagi (Old Name) W/o Sudip Bepari Residing at Vill - Kaya, P.o+P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743249, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sayantika Bepari Bairagi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 03-11-2025. Sayantika Bairagi(Old Name) and Sayantika Bepari Bairagi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Arpita Mukherjee Bonala (Old Name) D/o Amarendra Nath Mukherjee Residing at 19, Garden

মানুষ হাতি সংঘাত ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ নিল জলদাপাড়া বন বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৩ নভেম্বর ঃ মানুষ- হাতি সংঘাত রোধে জলদাপাড়া বনবিভাগের বিশেষ উদ্যোগ। হাতির চলাচলের পরিচিত করিডরগুলিতে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌরচালিত সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘন ঘন হাতির হানার ঘটনা ঘটছে। গত এক সপ্তাহে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, পাশাপাশি অনেকে আহত হয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই বনবস্তি ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে বুনো হাতির হানার খবর পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি রোধে এবার ব। পদক্ষেপ নিল জলদাপাড়া বন বিভাগ। ইতিমধ্যে হাতি চলাচলের পরিচিত করিডরগুলিতে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌরচালিত সিসি ক্যামেরা স্থাপন শুরু করেছে বিভাগ। এই ক্যামেরাগুলি সেই সব জায়গায় বসানো হচ্ছে, যেখান দিয়ে হাতিরা নিয়মিত বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে। এই ক্যামেরার মাধ্যমে বনকর্মীরা হাতির গতিবিধির রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে হাতির দল কোন পথে এগোচ্ছে তা আগে থেকেই বোঝা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি গ্রামগুলিকে সতর্ক করা সম্ভব হবে। বন বিভাগের তরফে জানা গেছে, ক্যামেরার পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সাইরেন বসানো হচ্ছে। হাতির অবস্থান জানা গেলে ওই সাইরেন বাজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হবে, যাতে মানুষ দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারেন।

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ শিবির

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ নভেম্বর ঃ যুবসমাজ ও বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলা ও পুরুষদের স্বনির্ভর করে তুলতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের কুটিরপাড়া এলাকায় তাদের আয়োজনে চলছে এক প্রশিক্ষণ শিবির, যেখানে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন মেটাল ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে নতুন শিল্পসৃষ্টির কৌশল শেখানো হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি শুরু হয়েছে ২৯ অক্টোবর থেকে এবং চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ২০ জন পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণকারী এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাদের হাতে ধরা হচ্ছে সৃজনশীলতার নতুন দিশা- পুরনো সাইকেলের চেন স্পোক, স্ক্রুরু, স্প্রিং, এবং অন্যান্য ফেলে দেওয়া যন্ত্রাংশের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ঘর সাজানোর সামগ্রী, জুয়েলারি এবং নানান শৌখিন পণ্য। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের জন্য সাম্মানিক ভাতা-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা উৎসাহিত হন এবং আর্থিকভাবে কিছুটা সহায়তা পান। উদ্যোক্তারা বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়, বরং তাদের এমনভাবে তৈরি করা যাতে ভবিষ্যতে নিজের হাতে কাজ শিখে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

রাস্তা নয়, যেন ছোট নদী! অল্প বৃষ্টি হলেই কাদা-জলে ডুবে যায় পুরো পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ৩ নভেম্বর ঃ রাস্তা নয়, যেন ছোট নদী! অল্প বৃষ্টি হলেই কাদা-জলে ডুবে যায় পুরো পথ। স্কুলের বাচ্চা থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী- সবাই পড়ছেন চরম ভোগান্তিতে। এ যেন উত্তর দিনাজপুরের এক অনন্ত দুর্ভোগের কাহিনি। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভার অন্তর্গত চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিমারা সংলগ্ন এই রাস্তাটির অবস্থা আজ এমন যে, একবার দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না- এটা মানুষের চলাচলের রাস্তা! রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় গর্ত, কোথাও জল জমে আছে, কোথাও কাদা। যানবাহন তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষকেও হাঁটতে হচ্ছে বিপদ মাথায় নিয়ে। একজন স্থানীয় বাসিন্দা জানালেন, প্রতিদিন এই রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কষ্ট হয়। বাচ্চারা স্কুল যেতে পারে না, বর্ষায় তো অবস্থা আরও খারাপ। আমরা অনেকবার আবেদন করেছি, কেউ শুনছে না। স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগে কখনও ইঁট-বালি ফেলে সাময়িকভাবে রাস্তা ঠিক রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সেই রাস্তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। ফলে দিন দিন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। লোকজনের একটাই দাবি- প্রশাসন যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে এবং রাস্তাটির স্থায়ী সংস্কার করে। এই রাস্তাটি যেন আর কোনো প্রাণহানির কারণ না হয়- এই আবেদনই আজ চাকুলিয়ার হাতিমারা এলাকার সাধারণ মানুষের। জনগণের কষ্টে যদি প্রশাসনের নজর না যায়, তবে প্রশ্ন থেকেই যায়- কবে আসবে পরিবর্তনের রাস্তা?

জামতাড়ার পর এবার ঝাড়খণ্ডের জামতলা, টাকা-পয়সা হাতানোর নতুন গ্যাং তৎপর রাজ্যে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর ঃ সাইবার জালিয়াতিতে বিখ্যাত ঝাড়খণ্ডের একটি বিশেষ এলাকা, জামতাড়া। এবার পশ্চিমবঙ্গে এসে দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপে উঠে এলো ঝাড়খণ্ডের নতুন গ্যাংয়ের নাম। দিনে দুপুরে সুযোগ বুঝে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে আলমারির লকার ভেঙে সোনা দানা, টাকা- পয়সা, মোবাইল হাতানোর অভিযোগ উঠল পশ্চিমবঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী সেই ঝাড়খণ্ডের কিছু বাসিন্দার বিরুদ্ধে। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার আমলাই কালিতলা গ্রামে। যদিও পুলিশের তৎপরতায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার হল চুরি যাওয়া সোনার গয়না, টাকা ও মোবাইল। গ্রেপ্তার করা হয় চারজন দুষ্কৃতীকে। কান্দির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শাস্ত্রেক আম্বাদার জানিয়েছেন, 'রবিবার ভরতপুর থানায় আমলাই কালিতলা পাড়া এলাকার বাসিন্দা হাসি দে নামে এক গৃহবধূ অভিযোগ করেন, শুক্রবার দুপুর ১ টা নাগাদ বাড়িতে তালা দিয়ে এক ঘন্টার জন্য এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেছিলেন তিনি ও বাড়ির লোকেরা। ফিরে এসে দেখেন দরজার ও আলমারির লকারের তালা ভাঙা। লকারের মধ্যে রাখা সাত হাজার টাকা, নয় রকম সোনার ও চাঁদির গয়না, মোবাইল ফোন, কিছুই নেই।' তিনি আরও বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই গ্রামের সব সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রথমে দু'জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪০ গ্রাম সোনার গয়না, ১৭৫ গ্রাম চাঁদির গয়না ও চারটি মোবাইল ফোন। ধৃতরা সকলেই ঝাড়খণ্ডের জামতলা থানা এলাকার বাসিন্দা এবং ভরতপুর থানা এলাকায় আমলাই গ্রামের মাঠে অস্থায়ী তাঁবু করে থাকছিলেন। ধৃতরা সকলেই বানজারা সম্প্রদায়ের।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হলেন চন্দ্রাবতী দেবী (৪০), তরণী বেদ (১৮), চাঁদনী বেদ (২২) ও পরভা বেদ (২১)। সোমবার ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশে হেফাজতের আবেদন জানিয়ে কান্দি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এরা আন্তরাজ্য পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা এবং চুরি যাওয়া বাকি জিনিসপত্র, টাকা -পয়সা কোথায় রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে ভরতপুর থানার পুলিশ।

পটাশপুরের ৪০০ বছরের রাস উৎসবের জৌলুস আজও অটুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ নভেম্বর ঃ পটাশপুরের রাস উৎসব প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই উৎসব স্থানীয় মানুষের আস্থার প্রতীক, ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সময় বদলেছে, যুগ পাল্টেছে, কিন্তু এই রাস উৎসবের জৌলুস আজও অটুট। আনন্দে মেতে ওঠেন আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের দেউলবাড় গ্রামে প্রতিবছর ধুমধাম করে পালিত হয় ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। প্রায় ৪০০ বছর ধরে হয়ে আসছে শ্যামচাঁদ ও অনন্ত পুরুষোত্তম জীউর রাস উৎসব। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, পটাশপুরের পঁচেট গড়ের রাজা চৌধুরী বজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র ওড়িশা থেকে তাঁর ধর্মগুরু মুকুন্দদেব নন্দকে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর মুকুন্দদেব শ্যামচাঁদ জীউর মূর্তি নিয়ে দেউলবাড়ে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামচাঁদ জীউর মন্দির। সেই থেকেই শুরু হয় রাস উৎসব। প্রতিবছর কার্তিক পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয় রাস উৎসব। এর পর দীর্ঘ সময় কেটেছে। প্রায় আড়াই শতাব্দী পর দেউলবাড়ের অতুল কৃষ্ণ নন্দগোস্বামী বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় যান এবং সেখান থেকে অনন্ত পুরুষোত্তম জীউর মূর্তি নিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি বাড়িতেই পুজো করতেন, পরে শ্যামচাঁদ জীউর মন্দিরের পাশে সেই মূর্তি স্থাপন করেন। সেই থেকেই এই উৎসবের নাম হয় দেউলবাড় শ্যামচাঁদ অনন্ত পুরুষোত্তম জীউ রাস উৎসব। রাস উৎসবে গোটা এলাকা পরিণত হয় এক আলোকোজ্জ্বল মেলায়। কাছাকাছি দশ থেকে বারোটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হন এই রাস ঘিরে। আগে প্রদীপের আলোয় আলোকিত হত গ্রাম, এখন তার জায়গা নিয়েছে বিদ্যুতের ঝলমলে আলো। তবু আবেগ, ভক্তি, উচ্ছ্বাসে কোনও খামতি পড়েনি। এখনও প্রতিবছর উৎসবের সময় বসে বিশাল মেলা। স্থানীয় হস্তশিল্প, খেলনা, মিষ্টি, নাগরদোলা সব মিলিয়ে ভরে ওঠে গ্রাম। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন এই ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব দেখতে।

এস আই আর আতঙ্কে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করছেন লেলেগড়ের মানুষজন, উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ নভেম্বর ঃ এন আর সি, ক্যা, এরপর এস আই আর! একের পর এক জনবিরোধী কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতায় ভোগান্তি দেশের মানুষের। আগে আঁধার কার্ড ও নোটবন্দি করে দেশের মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কালিধন উদ্ধার করে দেশবাসীর অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকার কথা বলেও, এক টাকা দিতে পারেনি বলে বিরোধীরা বার বার অভিযোগ তুলেছেন। শুধুমাত্র মানুষের হয়রানি ও অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এবারও অনাকাঙ্খিত ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে। এস আই আর কাণ্ডে বীরভূমে এক নবতিপর ব্যক্তির মৃত্যুর পর, বীরভূমে ইলামবাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ কেন্দ্র সরকারের খামখেয়ালিপনার উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। ইলামবাজার থানার অন্তর্গত লেলেগড় গ্রাম এবং তার আশপাশের বাধপাড়া, নিচুপাড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এক অজানা আতঙ্ক। কেন্দ্রের ঘোষিত এস আই আর নিয়ে উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বহু গ্রামবাসী হুড়োহুড়ি করে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় প্রতিটি পরিবারেই যাদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তারা দ্রুত সেই টাকা তুলে নিচ্ছেন। গ্রামের মানুষের আশঙ্কা - যদি ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না থাকে, তবে হয়তো অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাতে কিছু নগদ অর্থ রাখতেই এই উদ্যোগ। লেলেগড়ের অধিকাংশ বাসিন্দাই পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বছর আগে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ভোটার এবং বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে কি না, তা নিয়ে কেউই নিশ্চিত নন। ফলে একে অপরকে ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে দেখে আতঙ্ক আরও ছড়িয়ে পড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তার প্রভাব খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই রেললাইন লাগোয়া ব্যাংক শাখাগুলিতে দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, যদি সত্যিই আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কমপক্ষে কিছু টাকা সঙ্গে থাকলে বাঁচার চেষ্টা করা যাবে। ছোট্ট লেলেগড় গ্রামজুড়ে এখন একটাই আলোচনা - 'এস আই আর আতঙ্ক'। ভয়, সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার এই ছায়ায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু! কেন্দা থানা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ৩ নভেম্বর ঃ বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ছাত্রের নাম শম্ভু কুম্ভকার। পুরুলিয়ার কেন্দা থানা এলাকায় ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকাল থেকে মৃতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে তাঁরা কেন্দা- টামনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল হন। পরিবারের অভিযোগ, শম্ভুর মৃত্যুর বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও পরিস্কার তথ্য দেয়নি। এমনকি মৃত্যুর খবর জানাতেও তারা উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দা থানার পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কারণ আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা যায়, শম্ভু কুম্ভকারের বাড়ি পুরুলিয়ার কেন্দা এলাকায়। সেখানেই রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যামন্দিরে নবম শ্রেণিতে পড়তো সে। রবিবার রাতে ওই আবাসিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় শম্ভু কুম্ভকারকে দেখতে পান ওই আবাসিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য পড়ুয়ারা। তড়িঘড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় চাকোলতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত ছাত্রের দাদু থুলু কুম্ভকার বলেন, রাতে তো বটেই, সকালেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছুই জানায়নি। কিছু না জানিয়ে দেহ কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল? প্রশ্ন মৃতের দাদুর। নাতির মৃত্যুর বিচারের দাবি জানিয়েছেন থুলু কুম্ভকার। ছেলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওই ছাত্রের মা নমিতা কুম্ভকার। তিনি বলেন, পাশের একজনের থেকে ছেলের মৃত্যুর খবর পাই। স্কুলের মাস্টার কিছুই জানায়নি। এমনকি কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, সে সম্পর্কেও কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ নমিতার। কেন এত লুকোচুরি? কী লুকোতে চাইছে ওরা? - প্রশ্ন তুলেছেন মৃত ছাত্রের মা। এই ঘটনায় পরিবারে ও এলাকাজুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া। শম্ভুর মৃত্যুর সঠিক বিচার চাইছেন তারা।

TENDER NOTICE

NIT-11/2025-26 2025_ZPHD_935755, NIT- 12/2025-26 2025_ZPHD_935812, NIT- 13/2025-26 2025_ZPHD_935815 Dated- **03/11/2025,** Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **20/11/2025 up to 01.00 pm.** Date of Opening of Tender on **22/11/2025 at 01.00 PM.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-10/25-26, Dated:-03/11/2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 8(Eight) works. Bid Submission closing date (online): **22.11.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **25.11.2025 at 10.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

নোটিশ
আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. শ্রী কুমুদবন্ধু মাঝি পিতা তারাপদ মাঝি সাকিম-মালির বাগান কুঞ্জ কম্পাউন্ড, পোষ্ট-দুলমী নডিহা, থানা-পুরুলিয়া শহর, জেলা-পুরুলিয়া বিগত ইং-২২।০৪।২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1366 নং আমোক্তানামা দলিল মূলে ১.শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী, পিতা দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম+ পোষ্ট-ঘোঙ্গা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন।
উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এলনং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত এল আর খতিয়ান নং-২৭৯১ হাল প্লট নম্বর-৩০২৬ আমোক্তারকৃত মাপ ২০.৬৫ ডেসিমেল, হাল প্লট নম্বর-৩০৩৫ আমোক্তারকৃত মাপ ০৩ ডেসিমেল ও হাল প্লট নম্বর-৩০৩৬ আমোক্তারকৃত মাপ ০৪.১১ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান একটি এল আর খতিয়ানে তিনটি হাল প্লটে একত্রে মোট ২৭.৭৬ ডেসিমেল।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL & LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

ইতি-
Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
SADIPUR JAMALPUR PURBA BARDHAMAN
TENDER NOTICE
Email : gp.berugram.jam@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No: BERUGRAM/e-Tender/25-26/32, Dated- 03-11-2025.

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of INSTALLATION OF HIGH MAST LIGHT AT NATUNGRAM. Source Of Fund: XVFC-BG(UT) 2025-26. For more details please visit Berugram Gram Panchayat Or **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/-Prodhan
Berugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR, DIST.- HOWRAH, PIN-711404
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works: **10 (TEN)** nos of schemes from SBM scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/633/APAS/2025, 04/11/2025 (SL-01,02,03). BAR-II/634/APAS/2025, 04/11/2025 (SL-01,02,03,04). BAR-II/635/APAS/2025, 04/11/2025 (SL-01,02,03)**. Last date of submission of tender: **27/11/2025 (10:00 AM)**. For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

SINGUR DEVELOPMENT BLOCK
SINGUR, HOOGHLY
NOTICE INVITING TENDER

Notice inviting Tender for **17 nos (Offline) & 21 nos (Online)** of works, bearing Memo No. **3674/BDO, Singur, Date: 17.10.2025** & Memo No: **3730/BDO/Singur Dated-30.10.2025** of the Office of the Singur Block Dev. Officer, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in.** (for e-Nit). For more details related to this e-NIT please login to the website: **www.wbtenders.gov.in** (for e-Nit). For offline NIT please follow our office notice board.

Sd/-Block Dev. Officer
Singur Dev. Block

Office of the
Bagnan-I Gram Panchayat
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah

Notice Inviting **e-Tender No. (1) WB/HOW/BAGI GP/NIET-03/APAS/25-26, (2) WB/HOW/BAGI GP/NIET-04/APAS/25-26, (3) WB/HOW/BAGI GP/NIET-05/APAS/25-26 Dated:- 31/10/2025**

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan , Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the total **5(Five)Nos**. different works. Bid Submission Start Date **01/11/2025 at 06.00pm up to 20/11/2025 at 06.00 pm.** Bid Opening Date (Technical) **24/11/2025 at 11.00AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহঃ মইফুজ আলম পিতা- আব্দুল সত্তার আনসারী, সাং- বানীপুর (পাক্কিলাইন), পোষ্ট- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওা। পিন- ৭১১৩০৪। মিনারা বেগম মোল্লা স্বামী- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, সাং +পোষ্ট + থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০ ১৩৩১ / ২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা-সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর খতিয়ান নং ৩৬৭৫ এল.আর. দাগ নং ১৮৩১ এ অবস্থিত কমিবেশী ৩.৩০ শতক জমি ০৫০৩০৪৬৬৬ / ২০২৫ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah (Advocate)
Judges Court Howrah

Notice

I,Samsunnesha Begum W/O SK. Kamaruzzaman residing at vill-Domjur, (Hazipara),P.O. & P.S-Domjur,Dist-Howrah,Pin-711405.WB do hereby declare as follows. That my D.O.B is 08.08.1979 which is recorded in my Aadhar Card (No.5890 4652 8547) , in PAN card (No.EUYPB4852B) , in Voter id (No.MLN2597771) and in my Marriage certificate (Date of marriage is 04.02.2000) etc. That SK SAYED ISLAM since deceased is/was my father and Mamtaj BEGAM is my mother. That I'm swearing this affidavit before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah date 24.10.2025. affidavit no.4397. to declare my D.O.B.i.e. 08.08.1979 as well as my place of Birth i .e Vill-Ghoradaha,P.O.-Mato,P.S-Amta ,Dist-Howrah,Pin-711408.WB. as per documents stated above .

শিলিগুড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি-গজলডোবা তিস্তা খাল সড়কের পুটিমারি এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে এবং ঘটনার তদন্ত করছে।

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad,Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.

NIeT No	Closing date & Time	Opening Date& Time
35,36,37(APAS)NAMGP(2025-26)	13/11/2025,11:00 AM	15/11/2025,11:00 AM
34(APAS)NAMGP(2025-26)	15/11/2025,11:00 AM	17/11/2025,11:00 AM
38,39,40(APAS)NAMGP(2025-26)	14/11/2025,10:00 AM	17/11/2025,11:00 AM
41,42,44(APAS)NAMGP(2025-26)	17/11/2025,10:00 AM	19/11/2025,11:00 AM
43,45,46(APAS)NAMGP(2025-26)	18/11/2025,10:00 AM	20/11/2025,10:00 AM

For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat,South 24 PGS,.or Visit:**https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
প্রকৌশল বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্স ঃ ২৬৪১ / ৫৮৪৬ / ৫২১৮
নং. সিএন / ইডি / এস এণ্ড ডি / ২২ / ২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৯.১০.২০২৫

সংশোধনী

রেফারেন্স NIT নং. WB-HMC/TN/ED/S&D/20/2025-2026 তারিখঃ ২২.১০.২০২৫
১. অনিবার্য কারণে উপরে উল্লিখিত NIT-এর ক্রম নং ৬ বাতিল করা হল।
২. ক্রম নং ৪ এবং ক্রম নং ১৪-এর সাথে সংযোগকারী নিম্নলিখিত APAS ID নিম্নরূপ পড়া যেতে পারে।

ক্রম নং	APAS ID এর পরিবর্তে	APAS ID হিসেবে পড়তে হবে
4	APAS/01/170/212/0004	APAS/01/170/212/0001
14	APAS/01/171/145/0002	APAS/01/171/148/0002

উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

172 (2)/25-26
04.11.25

নির্বাহী প্রকৌশলী (বিজ্ঞান ও উন্নয়ন)
হাওড়া পৌর নিগম

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজি. অফিসঃ বায়োওনডার লেবেন ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ইমেলঃ cs@skpsecurities.com, ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অ

‘এখনও স্বপ্ন দেখছি?’

বিছানায় বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে পোজ জেমাইমাদের, ফেরাল রোহিতের স্মৃতি

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ নভেম্বরঃ ভারতের মেয়েদের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পর এখনও ঘোর কাটেনি দলের। ফাইনালের কয়েক ঘণ্টা পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল এক ছবি, জেমাইমা এবং স্মৃতি মান্ধানা ঘুমোচ্ছেন, পাশে বিশ্বকাপ ট্রফি। রবিবার মুম্বইয়ের ডঃ ডি.ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতে হরমনপ্রীত কউরদের ভারত। ব্যাটে-বলে দাপট দেখান শেফালি বর্মা (৮৭ রান ও ২ উইকেট) এবং দীপ্তি শর্মা (অর্ধশতরান ও ৫ উইকেট)। ম্যাচের সেরা হন দীপ্তি। ফাইনালের আগের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে জেতান জেমাইমা। ঐতিহাসিক জয়ের পর ইনস্টাগ্রামে তিনি পোস্ট করেন স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ঘুমের ছবি। পাশে রাখা বিশ্বকাপ ট্রফি। ক্যাপশনে লেখেন, ‘গুড মর্নিং ওয়ার্ল্ড’। ছবিটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেরই মনে পড়ে যায় রোহিত শর্মার সেই পুরনো ছবি, গত বছর টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর তিনিও ট্রফির পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন। জেমাইমা আরও একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে রাধা যাদব ও অরুন্ধতী রেড্ডির সঙ্গে তাঁকে দেখা যায়। ক্যাপশনে লেখেন, ‘আর উই স্টিল ড্রিমিং?’ এই জয় ভারতের মেয়েদের ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০২৫ বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসেবেই প্রথম ট্রফি জিতল ভারত। গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের কাছে হারলেও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে দল। ফাইনালে শেফালি ও দীপ্তির পারফরম্যান্সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। এদিকে দীপ্তি শর্মা প্রথম মহিলা ক্রিকেটার যিনি কোনও বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে অর্ধশতরান ও পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। পুরুষদের বিশ্বকাপে এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল একমাত্র যুবরাজ সিংয়ের (২০১১, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে)। রবিবার শেষ বলটি ধরে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন হরমনপ্রীত। সেই মুহূর্তেই শেষ হয় দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বিশ্বজয় করেন দেশের মেয়েরা।

রাজপুত্র নেই, এ রূপকথার সক্কলে রাজকন্যে!

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজকুমার গেল খোক্কসপুরে। দুর্দান্ত রাক্ষসকে শায়েস্তা করতে। দেখল শায়িত রাজকন্যে। ঘুমন্ত। প্রায় অচেতন। ঠেকাল জিয়নকাঠি। ঝুঁকি নিয়ে। নিয়ম মেনে। জেগে উঠল সে! তারপর ভীষণ লড়াই। দুরন্ত যুদ্ধ। শেষমেশ দনুজদলন। খোক্কসপুরী থেকে ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনা! বুক চিতিয়ে, কলার তুলে! রূপকথায় রাজপুত্রই সর্বনিয়ন্তা। বিপত্তারক। রাজকন্যে নিষ্ক্রিয়। সুপ্তোত্থিতা। তাদের জাগিয়ে তুলতে হয়। জাগিয়ে তোলে যে, সে পায় রাজত্বের ভাগ। সঙ্গে রাজার মেয়ের নিঃশর্ত অধিকার! রবিবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নয়া রূপকথা (নাকি অপরূপকথা?) লিখলেন লিখলেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি, রিচারা। ১৯৭৮ সাল থেকে যে জার্নির সূচনা, জেনারেল ক্লাসে ঘা। গুঁজে, ঠেসাঠেসি করে খেলতে যাওয়া থেকে শুরু করে একদা বোর্ড চেয়ারম্যান এন শ্রীনিবাসনের প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি, ‘‘আইসিসি বলেছে তাই, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে মেয়েদের ক্রিকেটই উঠিয়ে দিতাম’’ বলা, কিংবা সামনের বছর ছেলেদের বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম বড়সড় স্টেডিয়ামে বসানোর তাড়না থেকে নিয়মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে তুলনায় ছোটখাটো মাঠে গতকাল ফাইনালের আয়োজন-সবের আগল ভাঙার জুনুনই কি হরমনকে প্রাণিত করল শেষ ক্যাচ ধরে ওভাবে দুরন্ত গতিতে ছুটে যেতে? হুইলচেয়ারে বসেও ময়দানে নেমে এলেন প্রতীকা রাওয়াল? অঞ্জুম চোপড়াও ধোপদুরস্ত স্যুটের গরিমা ভুলে জড়িয়ে ধরলেন বীরাঙ্গনাদের? এ রূপকথায় সত্যি কোনও রাজপুত্র নেই। জিয়নকাঠি মেলে ধরেছে রাজকন্যেরাই। একেকজন একেক রূপ-ইস্পাত, রেশম, আগুন, মাটির তুলনা। হরমনপ্রীত কৌর-চোখে আগুন, বুকে বরফ। জয় হাতে আসতেই দৌড়... সেটা কেবল ম্যাচ জেতার উন্মাদনা নয়, প্রতীক যুগ বদলেরও। মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি ‘উপমান’ আর ‘উপমেয়ে’র ফারাক ভেঙে দিলেন। চোস্ত পাঞ্জাবি গান সাউন্ডবক্সে চালিয়ে হাতাকাটা টিশার্ট গায়ে গলিয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে নিঝুম, জনহীন মাঠে ছাড়ছেন যখন, তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে শোভা পেতে পারে একটাই কাট আউটঃ ‘আমরা কারও মতো নই, আমরা আমাদের মতো!’ কী করে ভুলি স্মৃতি মন্ধানার স্ট্রোকপ্লে? যার ছন্দ বুঝিয়ে দেয়, কেমন করে গতি আর সৌন্দর্য একসঙ্গে, হাত ধরাধরি করে চলে। কিংবা শেফালি বর্মা, রিচা ঘোষ! ‘চাপ’ শব্দটাই যাদের অভিধানে নেই। আছে ‘হিসেব’-ওভার বাকি, ফিল্ডার কই, কোথা দিয়ে বলটা পালাবে, কেন সেঞ্চুরি হল না-র একঝাঁক প্রশ্ন! অমনজ্যোত কৌরের গল্পে কাঠচেরাইয়ের গন্ধ। বাবা রাতজেগে বানিয়ে দিলেন প্রথম ব্যাট। মেয়ের ১৯ বছর বাদে ব্যাকলিফ্টে উঠে ছক্কা হাঁকাল!

রেনুকার দৌড়ে গিরিপথের সর্পিল বাঁক-ঠান্ডা বাতাস, লাবডুব লাবডুব, দূরে শাল-দেওদারের উদাসী বিকেল। রাধা যাদবের রাউন্ড-দ্য-উইকেট বোলিং-দুধ-সবজি বেচা থেকে যে শৃঙ্খলা শেখা, সেটাই ফাইনালে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যেতে শেখাল! জেমাইমা রদ্রিগেস-দলের অন্দরে একমুঠো টাটকা আলো। গান গায়, রিল বানায়, আবার ব্যাট হাতে মারে নিখুঁত কভার ড্রাইভ-একই মেয়ের কী বিচিত্র রং! স্নেহ রানা-অবসরে আঁকিবুঁকি, তারপর বল হাতে মুছে ফেলে ক্যানভাসের সমস্ত দ্বিধা। উমা ছেত্রী-ময়দানে দাড়িয়ে কি শোনে কাঁসরের ঘণ্টা? গ্রামে যে ভজন গায় সে! উইকেটের পেছনে টেম্পো ধরে রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলে। এই যে একটি একটি করে চরিত্র-এরা কেবল খুঁটি নয়... স্থাপত্যের গাঁথুনি। তাই গতকাল জয়ের রজনী হলেও, নিছক উদযাপন নয়... আসলে এক গড়ে তোলার রাত। যা শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে-খটখটে শুকনো পিচে সাদা বল, স্কুল মাঠে গরম দুপুর, কোচের কড়া কথা, বাড়ির একবেলার কম রান্না দিয়ে! স্খলনস্বীকারে দোষ নেই, তাই বলতেই হয়-এমন একটা দলের মেরুদণ্ড নেই বলে ভেবে ভুলেছিলাম আমরা। সেই তেজ, সেই খিদে, সেই সংগ্রাম ছিল, আছে, থাকবে-কেবল আলোটা একটু দূরে ছিল। আসলে জেতার বাইরেও লড়াই আছে-ভাষার, টাকার, সময়ের। ভাষা বদল শুরু হয়েছে-‘মেয়েদের খেলা’ শব্দটা আপাতত দরজার বাইরে। এখন শুধুই ‘ক্রিকেট’। টাকার ‘ইনক্রিমেন্টাল’ বদল, কিন্তু আজকের রাতটা স্পন্সরের টেবিলে ধাক্কা। সময়ের লড়াইটাই সবচেয়ে কঠিন-প্রাইম-টাইমে জায়গা পাওয়া, বারোয়ারি ময়দানের প্র্যাকটিসে বুট পায়ে ট্রেনিংয়ের সময় জোগাড়, ট্র্যাফিক-কোচিং-এক্সাম-সব ঠেলে অনুশীলনের ঘড়িটা ঠিক রাখা। এসবের জট খুললেই মনের জট খোলে। গতরাতের খেতাব এই গিঁট কিছুটা হলেও আলগা করবে। উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ এই পটপরিবর্তনের সূচক। ড্রেসিং রুমে বিদেশি কোচিং, বিশ্লেষক, জিপিএস ভেস্ট, স্কাউটিং-সব মিলিয়ে স্তরবদল। স্মৃতির গেমিং-ইনস্টিংক্ট, ডিপ্লয়মেন্টে কাজে লাগছে। দীপ্তির নিখুঁত ক্যালকুলেশন-ওভার-পরিকল্পনায়। রিচার সাহসী পদক্ষেপ-শেষ ওভারে ‘রিস্ক’-‘রিউওয়ার্ড’ গ্রাফের নতুন গণিত। ভুলব না জেমাইমার ‘রিল’-কারচারও! বাইরে কে কী ভাবলো সেটা বাদ দিয়ে, ভিতরে মন হালকা করার সাইকোলজি। মাঠের পরিশ্রম বাইরের দুনিয়াকে বদলে দিচ্ছে... আবার বাইরের জীবন থেকে মাঠে ঢুকেছে ‘মানসিক স্বাস্থ্য’-বোধ। এই অদ্ভুত মিশ্রণই দলকে পরিণত ও আধুনিক করে তুলেছে। এখন প্রশ্ন-পরবর্তী গন্তব্য কোথায়? প্রথমেই দরকার মাইক্রো লেভেলে জেলাস্তরে টার্ফ-পিচ। ছোট টার্গেটঃ প্রতি জেলায় অন্তত দু’টি করে মেয়েদের অ্যাকাডেমি বানানো, সপ্তাহে চারদিন কোচিং, বছরে ৪০ ম্যাচ। দুই, স্কুল-বোর্ডে ‘ডাবল পিরিয়ড’ বাধ্যতামূলক-একদিন খেলা, পরদিন ম্যাচ-সিমুলেশন। ট্রেনিং সেন্টারে মেয়েদের জন্য আলাদা কিট, ‘কোন’-‘স্টাম্প’-‘বোলিং মেশিন’ ভাগাভাগি নয়। তিন, সম্প্রচারে অভ্যেস বদল-প্রি-ম্যাচ শোতে নারীবিশেষজ্ঞ, হাফটাইমে ট্যাকটিকাল বোর্ড, ডেটা-স্ক্রিন চাই। ‘কিউট প্যাকেজ’ নয়, দরকার ‘কোর ক্রিকেট’। চার, লিগাল-নিয়মে মাতৃত্বকালীন সাপোর্ট-রিটেইনার, ট্রাভেল-সাপোর্ট, রিহ্যাব-চুক্তিতে আমূল পরিবর্তন জরুরি। এই বদল আনার গল্পে মিডিয়ার কাজটা কঠিন, কিন্তু তাদের ভূমিকা আরও জোরদার হওয়া দরকার। ‘মেয়েদের খেল’ বলে ছাড়লেই চলবে না। ভেতরের জটিলতা বুঝে বলতে হবে। কেন শ্রী চরণী মাঝের ওভারে স্লোয়ার-টস-স্পিড ভ্যারিয়েশন করেন, কেন রিচা স্লট-বলে জোর না করে লেট-কাট নিলেন-এসব বিশ্লেষণ যত বড়বে, ‘প্রশংসা’ আর ‘নিন্দা’ থেকে ‘সমালোচনা’ বদল তত দ্রুত হবে। যত গঠনমূলক ‘সমালোচনা’, ততই আস্তে আস্তে বড় হওয়া! সবশেষে ফিরে যাই রূপকথায়। বরাবর বলা হয়েছে-রাজপুত্র এল, শাপমোচন হল, রাজার সিংহাসন পেল রক্ষে! গতরাতের গল্পের ন্যারেটিভ উলটো-রাজকন্যেরাই বাঁচাল রাজ্য, রাজপুত্ররা স্ট্যান্ডে হাততালি দিল! স্মৃতি আর হরমন যখন সাজঘর আড়াআড়ি বিভাজনের গুজবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে তেরঙা পতাকার তলায় একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন, স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো রোহিত শর্মার চোখে জল, মুখে হাসি! ‘রাজপুত্র নেই, এ রূপকথার সক্কলে রাজকন্যে’-এবার থেকে গল্প বলা হয়তো এভাবেই শুরু হবে!

ইন্টার কাশীর হয়ে প্রি-সিজন শুরু করার অপেক্ষায় হাবাস

সংবদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ বর্তমানে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট সক্রিয় ইন্টার কাশী ফুটবল দল। ফেডারেশন ইন্টার কাশীকে আই লীগ বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করে। গত কয়েকদিন আগেই সুপার কাপের শেষ ম্যাচের পর তাঁদের হাতে আইলিগ ট্রফি তুলে দিয়েছে ফেডারেশন। যা নিয়ে মাতোয়ারা দলের সকল সমর্থকরা। সুপার কাপে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও আসন্ন টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর ইন্টার কাশী। সেক্ষেত্রে ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দিকে থাকবে সকলের নজর। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইট থেকে প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি শুরু করার কথা জানিয়ে দেন এই স্প্যানিশ বস। যেখানে তিনি লেখেন, ‘ইন্টার কাশির সাথে প্রাক-মরসুম শুরুর জন্য খুব অপেক্ষা করছি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে মানানসই একটি দল তৈরি করার জন্য আমাদের স্থিতিশীলতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করা প্রয়োজন।’ অর্থাৎ তিনি যে এই দলের দায়িত্বেই থাকছেন সেটা বলাই চলে।

হরমনপ্রীতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মোদি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বজয়ের পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঐতিহাসিক জয় ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নদের যে অনুপ্রেরণা জোগাবে, সে কথা লেখেন প্রধানমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বুধবার ৫ নভেম্বর হরমনপ্রীতদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি। বুধবার নয়াদিল্লিতে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির। সোমবার এক অনুষ্ঠানে আবারও ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘আমি প্রথমে ভারতের অসাধারণ জয়ের কথা বলব। এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা ভারত। এটা ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ জয়। ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। তোমাদের জন্য গর্বিত।’’

সেমিতে যাওয়ার লড়াইয়ে পাঞ্জাব-বেঙ্গালুরু, অমীমাংসিত ফলাফলে হতে পারে টাইব্রেকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতবারের হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর প্রত্যেকে। এক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাচ্ছে বেঙ্গালুরু এফসির পাশাপাশি পাঞ্জাব এফসি। যার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুপার কাপের প্রথম থেকেই। কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব হোক কিংবা দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল গোকুলাম কেরালা এফসি। তাঁদের বিপক্ষে অনায়াসেই জয় পেয়েছে এই দুই শিবির। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে দুই ম্যাচ খেলে ছয় পয়েন্ট রয়েছে উভয় দলের। গোল পার্থক্য ও সমান সমান। গত রবিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। যেখানে বেঙ্গালুরু এফসির প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল গোকুলাম কেরালা এফসি এবং পাঞ্জাব এফসির

প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। জেরার্ড জারাগোজা হোক কিংবা প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিস। জয় পেয়েছেন উভয় দলের ফুটবলাররা। যারফলে সমান পয়েন্ট উভয়ের। তবে নিয়ম অনুযায়ী সুপার কাপে প্রতিটি গ্রুপ থেকে মাত্র একটি দল সুযোগ করে নিতে পারে সেমিফাইনালে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রথম থেকেই জয়ের জন্য ঝাঁপাতে চাইবে উভয় দল। তবে লড়াই যে অনেক কঠিন সেটা বলাই চলে। হিসাব অনুযায়ী মহামেডান ও গোকুলামের ম্যাচ বাকি থাকলেও পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। আগামী ৫ই নভেম্বর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যচে মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব। এই ম্যাচের ফলাফলের উপর নিশ্চিত হবে সেমিতে যাওয়া দল। তবে গ্রুপ ‘এ’ মতো নির্ধারিত নব্বই মিনিট ও অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত অমীমাংসিত ফলাফল থাকলেও চূড়ান্ত হবে না কিছুই। বরং পরবর্তীতে অতিরিক্ত সময়ের পাশাপাশি টাইব্রেকারের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত করা হবে সেমিফাইনালে স্থানকারী ফুটবল দল। বলাবাহুল্য, এখনও পর্যন্ত টাইব্রেকারের আওতায় আসেনি টুর্নামেন্টের কোনও ম্যাচ। এবার কি সেই পদ্ধতিতেই চূড়ান্ত হবে পরবর্তী রাউন্ডে স্থান পাওয়া দল। এখন সেদিকেই নজর প্রত্যেকের।

আবার জোড়া গোলে হলান্ডের কীর্তি, দুইয়ে সিটি

লন্ডন, ৩ নভেম্বরঃ দারুণ ছন্দে থাকা আর্লিং হলান্ড জ্বলে উঠলেন আবার। তারকা স্ট্রাইকার ঘরের মাঠে আরেকবার করলেন জোড়া গোল। বোর্নমাউথকে হারিয়ে লিগ টেবিলে বড় লাফ দিল ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। আট নম্বরে থেকে পাঁচ ধাপ এগিয়ে দুইয়ে উঠেছে সিটি। ১০ ম্যাচে ছয় জয় ও এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ১৯। ২৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্সেনাল। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে বোর্নমাউথ। সপ্তদশ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে নেন হলান্ড। আট মিনিট পর অবশ্য সমতা ফেরায় বোর্নমাউথ। গোলটি করেন টাইলার অ্যাডামস। দ্বিতীয় দফায় লিড পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি আয়োজকদের।

৩৩তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ঘরের মাঠে টানা চার ম্যাচে দুই বা এর বেশি গোল করার কীর্তি গড়লেন নরওয়ের তারকা। আগের দুজন লুইস সুয়ারেজ ও রবি ফাউলার। ১০ ম্যাচে ১৩ গোল করে এবারের লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হলান্ড। এই মরসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ১৬ ম্যাচে তার গোল হলো ২৬টি। ৬০তম মিনিটে সিটির তৃতীয় গোলটি করেন মিডফিল্ডার নিকো ও’রাইলি।

সহজ জয়ে রিয়ালে মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সেলোনা

ঘরোয়া লিগে দুই মাস পর জালের দেখা পেলেন লামিনে ইয়ামাল। মুহূর্ত বাদে তারা গোল পেল আরেকটি। এলচেকে সহজেই হারিয়ে শীর্ষস্থানের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সেলোনা।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ৩ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। তাদের অন্য দুই গোলদাতা ফেররান তরেস ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। সফরকারীদের একমাত্র গোলটি করেন রাফা মির। গত সপ্তাহে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে নিজেদের সেরা রূপে মেলে ধরতে পারেনি বার্সেলোনা, হেরে যায় ২-১ গোলে। জয়ের পথে ফিরে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানেও ফিরল বার্সেলোনা। ১১ ম্যাচে আট জয় ও এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ২৫। তিনে নেমে যাওয়া ভিয়ারেয়ালের পয়েন্ট ২৩। শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩০। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে হারের হতাশা ভুলে জয়ের পথে ফেরার ম্যাচে শুরুটা দুর্দান্ত হয় বার্সেলোনার। দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। নবম মিনিটে মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের ভুল পাস ধরে দ্রুত এগিয়ে ডি-বক্সে থ্রু বল বাড়ান আলেহান্দ্রো বাল্দে, আর বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুজনের মাঝ দিয়ে জোরাল শটে দলকে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। এগিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাসের মাঝেই দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা। বাঁ দিক থেকে ফের্মিন লোপেসের পাস ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় পেয়ে ডান পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফেররান তরেস। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দলের

একমাত্র গোলটি করা লোপেস ৩৩তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে শট নেন। বল একটু বাঁক খেয়ে লক্ষ্যেই ছিল, ঝাঁপিয়ে কোনোমতে এক হাত দিয়ে বল বাইরে পাঠান গোলরক্ষক। যদিও রেফারির চোখ এড়িয়ে যাওয়ায় কর্নার পায়নি বার্সেলোনা, যা নিয়ে টাচলাইনে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ হান্সি ফ্লিককে। প্রথম ৪০ মিনিটে ঘর সামলাতে ব্যস্ত এলচে ৪২তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নিতে পারে এবং তা থেকেই ব্যবধান কমায় তারা। আলভারো নুনেসের পাস ধরে বিনা বাধায় ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন রাফা মির। বিরতির আগের বাকি সময়ে ফের দুই গোলের ব্যবধান করতে পারত বার্সেলোনা কিন্তু ফেররান তরেসের শট গোলরক্ষক ঠেকানোর পর ডি-বক্সে থেকে ক্রসবারের ওপর দিয়ে মারেন ইয়ামাল। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে গোলের জন্য দ্বিতীয় শট নিতে পারে এলচে এবং গোল হতে পারত সেটাও। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়, স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড মিরের কোনাকুনি শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। পাঁচ মিনিট পর দারুণ গোলে ব্যবধান বাড়ান র‍্যাশফোর্ড। ডান দিক থেকে লোপেসের ক্রস ডি-বক্সের বাইরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, ভেতরে ঢুকে একজনের চ্যালেঞ্জ সামলে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। ৭৪তম মিনিটে র‍্যাশফোর্ডকে তুলে চোট কাটিয়ে ফেরা রবের্ত লেভানডফস্কিকে নামান ফ্লিক। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা মিডফিল্ডার দানি ওলমোকেও কিছুক্ষণ আগে নামান তিনি, লোপেসের জায়গায়। ফেরার দিনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি তারা দুজন। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচের আগে তাদের ফেরাটা বার্সেলোনার জন্য দারুণ স্বস্তির। ইউরোপ সেরার মঞ্চে আগামী বুধবার ক্লাব ব্রুজের মাঠে খেলবে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com